NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

২ ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ'

যুবভারতী-কাণ্ডে স্ত্রী শুভশ্রীর পাশে দাঁড়ালেন রাজ চক্রবর্তী ২

কলকাতা ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ১৮১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.12.2025, Vol.19, Issue No. 181, 8 Pages, Price 3.00

## এক ফ্রেমে দুই কিংবদন্তি

লিওনেল মেসির হাতে নিজের জার্সি তুলে দিলেন শচিন তেন্ডুলকর। রবিবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

## মেসি মায়ায় মজল মুম্বই

**মুম্বই, ১৪ ডিসেম্বর:** যে মুহূর্তগুলোর সাক্ষী থাকতে চেয়েছিল ফুটবলের মক্কা কলকাতা, শনিবার রাতে তা দেখেছে নিজামের শহর হায়দরাবাদ। এবার তা চাক্ষুষ করল মায়ানগরী মুম্বইও। যুবভারতী দেখেছে ম্যাসাকার। ওয়াংখেড়ে দেখল মেসি-ম্যাজিক। ৬১ মিনিট থাকলেন তিনি। পেনাল্টি মারলেন, বাচ্চাদের সঙ্গে খেললেন, গ্যালারিতে বল পাঠালেন, গোটা মাঠ ঘুরলেন। হাসিমুখে মাতিয়ে দিলেন সকলকে। মেসিকে দর্শন করলেন মুম্বইবাসী। দর্শন করলেন সচিন তেন্ডুলকর, সুনীল ছেত্রী, অজয় দেবগণ, টাইগার শ্রফরা।

ওয়াংখেড়েতে যাওয়ার আগে ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে 'ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়া'য় গিয়েছিলেন মেসি। সেখানে 'প্যাডল কাপ'-এ অংশ নেন মেসি। সঙ্গে ছিলেন লুইস সুয়ারেজ ও রদ্রিগো ডি'পল। সেখানে গিয়েছিলেন সস্ত্রীক হরভজন সিংহ, করিনা কপূর খানরা। তাঁরা মেসির সঙ্গে দেখা করেন।তত ক্ষণে ওয়াংখেড়ে ভরে গিয়েছে। দুপুর ২টো থেকে দর্শকরা ঢুকতে শুরু করেছিলেন। মেসি তখনও এসে না পৌঁছোলেও তাঁদের বিনোদনের অভাব ছিল না। ঘড়ির কাঁটায় ৫৪২ মিনিটে মাঠে ঢোকেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ। ছিলেন তাঁর স্ত্রী অমৃতাও। তার ৪ মিনিট পরেই মাঠে ঢোকেন সচিন। ঠিক ৫ঃ৫০ মিনিটে ঢোকেন মেসি, সুয়ারেজ ও ডি'পল।

মেসির নিরাপত্তারক্ষীরা সঙ্গে ছিলেন। ফোটোগ্রাফার, সঞ্চালকও ছিলেন। কিন্তু কেউ মেসিদের ঘাড়ে কাছে যাননি। একটা দূরত্ব রাখছিলেন। তার ফলে মেসিদের দেখতে পাচ্ছিলেন সকলে। যে সুযোগ যুবভারতীতে হয়নি। কলকাতায় মেসিকে ঘিরে যে ভিড় তৈরি হয়েছিল, তা ৬১ মিনিটের মধ্যে এক বারের জন্যও দেখা গেল না।মাঠে মনের আনন্দে ঘুরছিলেন মেসিরা। সবসময় একটা হাসি লেগেছিল মুখে। বোঝা যাচ্ছিল, কতটা নিশ্চিন্তে রয়েছেন মেসি, সুয়ারেজরা। যুবভারতীতে মেসির সঙ্গে সারা ক্ষণ ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন অনেক খ্যাতনামী। কিন্তু ওয়াংখেড়েতে কোনও রাজনৈতিক নেতাকে দেখা গেল না। এমনকী, কোনও মন্ত্রীও ছিলেন না। সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী ফড়ণবিশও দর্শকাসনে বসেছিলেন। সচিনও তাই। অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও গ্যালারিতেই ছিলেন। কেউ মাঠে নামেননি। যাঁরা মাঠে ছিলেন, তাঁরা কেউ মেসির সঙ্গে নিজস্বী তোলার চেষ্টা করেননি। ফলে মেসিরও কোনও সমস্যা হয়নি। ৬১ মিনিট ধরে সুষ্ঠুভাবে একটা অনুষ্ঠান হল।

## যুবভারতীতে তদন্ত কমিটি, রাজ্যপালও

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শনিবারের বারবেলায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ঘটে যাওয়া অশান্তি ও ভাঙচুরের ঘটনা নিয়ে এবার আনুষ্ঠানিক তদন্তে নামল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠিত তিন সদস্যের উচ্চপর্যায়ের কমিটি রবিবার সকালেই কাজ শুরু করেছে। তদন্তের প্রথম ধাপেই কমিটির সদস্যরা যুবভারতীতে পৌঁছে সরেজমিন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিব। এদিন তাঁরা বিশেষভাবে পরিদর্শন করেন লিওনেল মেসির প্রবেশের জন্য ব্যবহৃত করিডর, গোটা নিরাপত্তা বলয় এবং সংলগ্ন দর্শক গ্যালারিগুলি।রবিবার সরেজমিন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ফের স্টেডিয়ামে পৌঁছন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। ঘটনাস্থলেই তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্যরাও।

তদন্তের অংশ হিসেবে শুধু পর্যবেক্ষণেই সীমাবদ্ধ থাকেননি কমিটির আধিকারিকরা, যুবভারতীর বিভিন্ন অংশে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় নথিভুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়। ভাঙচুরের চিহ্ন, নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে কোথায় গলদ ছিল;সবকিছুরই বিস্তারিত তথ্য ভিডিও ও ফটোগ্রাফির মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

রাজ্য সরকারের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তই এই কমিটির মূল লক্ষ্য। যুবভারতীর মতো আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াঙ্গনে এমন ঘটনা কীভাবে ঘটল এবং দায় কোথায়;তা খুঁজে বের করতেই এই উচ্চপর্যায়ের কমিটি মাঠে নেমেছে। তদন্তের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে ইঙ্গিত প্রশাসনের।

অন্য দিকে, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসি সফর ঘিরে তৈরি হওয়া চরম বিশৃঙ্খলার ঘটনায় গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল। উল্লেখযোগ্যভাবে, এর আগে শনিবার

বিকেলেই যুবভারতীতে যেতে চেয়েছিলেন রাজ্যপাল। কিন্তু গেট বন্ধ থাকায় তাঁকে বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। শেষ পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশের সুযোগ না পেয়ে ফিরে যান তিনি। সেই ঘটনার পরদিন ফের মাঠ পরিদর্শনে এসে গোটা ঘটনার প্রেক্ষাপট সরাসরি খতিয়ে দেখেন রাজ্যপাল।

পরিদর্শনের সময় রাজ্যপাল বলেন, 'ঘটনাস্থল নিজে দেখে বোঝার জন্যই আমি এখানে এসেছি। ভক্তদের কাছে মেসি একজন মসিহা। সেই সফরকে কেন্দ্র করে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে, তার দায় এড়ানো যাবে না।' তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত, সরকার, পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগ;সব পক্ষের ভূমিকা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।তিনি আরও জানান, তদন্ত কমিটির সদস্যদের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে এবং তাঁরা বিস্তারিত অনুসন্ধান শুরু করেছেন। 'এই ঘটনার পেছনে এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা বাইরে থেকে সহজে বোঝা যায় না। সমস্ত দিক বিচার না করলে সত্য সামনে আসবে না', মন্তব্য রাজ্যপালের। ঘটনার অভিঘাতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির প্রসঙ্গ তুলে ধরে রাজ্যপাল বলেন, এই পরিস্থিতি কলকাতাবাসীর জন্য 'অবর্ণনীয় লজ্জা' ডেকে এনেছে। ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে একটি নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর থাকা একান্ত জরুরি বলেও তিনি মতপ্রকাশ করেন।রাজ্যপাল জানান, ক্ষতিগ্রস্ত দর্শক ও ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট মহলে জমা দেবেন।

তাঁর মতে, সল্টলেক স্টেডিয়ামে যে ছবি সামনে এসেছে, তা কেবল প্রশাসনিক ব্যর্থতারই নয়;এটি কলকাতার ফুটবলপ্রেমী মানুষের কাছে এক 'অন্ধকার দিন' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

## ১৪ দিন পুলিশের হেপাজতে শতদ্রু

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতার পর্ব মিটিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় হায়দরাবাদে অনুরাগীদের মুগ্ধ করেছেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়ক লিওনেল মেসি। রবিবার মাতিয়েছেন মুম্বইকে। তবে এই দুই শহরের অনুষ্ঠানেই অনুপস্থিত গোটা গোট ট্যুরের মুখ্য আয়োজক শতদ্রু দত্ত। কারণ, তিনি এখন পুলিশের হেপাজতে। লিওনেল মেসির সফরকে কেন্দ্র করে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভাঙচুর ও আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার ঘটনায় শনিবার মুম্বই উড়ে যাওয়ার সময় বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় গোট ট্যুরের আয়োজক শতদ্রু দত্তকে। রবিবার তাঁকে বিধাননগর আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর জামিনের আবেদন

খারিজ করে দেন এবং ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, জনসমাগম ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার গুরুতর অবহেলার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মেইনটেন্যান্স অব পাবলিক অর্ডার (এমপিও) আইন-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। আদালতে শতদ্রু দত্তের আইনজীবী সওয়াল করেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে আনা ধারাগুলি অতিরঞ্জিত এবং এমপিও আইনের প্রয়োগ অযৌক্তিক। তাঁর যুক্তি ছিল, 'স্টেডিয়ামে যা ঘটেছে, তার দায় সরাসরি আমার মক্কেলের ওপর চাপানো যায় না।' সেই সঙ্গে জামিনের আবেদনও জানানো হয়।অন্যদিকে সরকারি পক্ষের কড়া বক্তব্য, বড় মাপের আন্তর্জাতিক তারকার অনুষ্ঠানে কে কোথায় যাবেন, কীভাবে নিরাপত্তা বলয় তৈরি হবে;সবকিছুর দায়িত্ব আয়োজকেরই। সরকারি আইনজীবীর অভিযোগ, অব্যবস্থাপনাতেই মেসিকে ঘিরে এমন অবস্থা তৈরি হয়, যাতে সাধারণ দর্শকরা সঠিকভাবে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারেননি। এতে জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় চরম ব্যর্থতার ছবি উঠে এসেছে। নিজের বক্তব্যে শতদ্রু দত্তও প্রশ্ন তোলেন, কেন তাঁর বিরুদ্ধে এত কঠোর ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং কেন দীর্ঘ পুলিশি হেপাজতের প্রয়োজন। তিনি আদালতকে জানান, এই ঘটনায় তাঁর সামাজিক ও পেশাগত ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

## 'বলির পাঁঠা', তির শুভেন্দুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ঘটে যাওয়া বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি অভিযোগ করেছেন, ঘটনার পুরো দায়ভার চাপানোর জন্য একজন 'বলির পাঁঠা' খাড়া করা হচ্ছে, যাতে সরকার নিজস্ব ব্যর্থতা ঢেকে রাখতে পারে।শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা ঘটনার মূল কারণ। তিনি বলেন, জনসাধারণের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানকে সীমিত সংখ্যক ব্যক্তির জন্য বিশেষভাবে পরিচালনা করা হয়েছে, যার ফলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে রাজ্য লজ্জার মুখে পড়েছে।বিরোধী নেতার মতে, কেবল ক্ষমা চাওয়া বা দোষ চাপানোর প্রচেষ্টা দিয়ে এই ব্যর্থতা ঢেকে রাখা যাবে না। রাজ্যের সম্মান রক্ষায় সরকারের জবাবদিহি জরুরি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তুলেছেন।

## নবীনই কি বিজেপির পরবর্তী সর্বভারতীয় সভাপতি?

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সর্বভারতীয় সভাপতি নিয়ে জল্পনার মাঝেই এবার কার্যনির্বাহী সভাপতির নাম ঘোষণা করল বিজেপি। রবিবার বিজেপির সংসদীয় বোর্ডের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, দলের সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসেবে সর্বসম্মতিতে নীতীন নবীনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। যিনি বর্তমানে বিহারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। ২০২০ সাল থেকে বিজেপি সভাপতির হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন জেপি নাড্ডা। মোদীর মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্বও তাঁর কাঁধে। নাড্ডার মেয়াদ শেষ পর্যায়ে, অথচ এখনও তাঁর উত্তরসূরি মেলেনি। নানা সময়ে শোনা গিয়েছে, শীঘ্রই সভাপতির নাম ঘোষণা করা হবে। এই অবস্থায় নীতীনকে কার্যনির্বাহী সভাপতির নাম ঘোষণা করল গেরুয়া শিবির। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে সভাপতি হওয়ার আগে কয়েকমাস কার্যনির্বাহী সভাপতির দায়িত্ব সামলেছিলেন নাড্ডাও। অমিত শাহের আমলে ২০১৯ সালের ১৭ জুন থেকে এই পদে ছিলেন তিনি। এরপর সভাপতি করা হয় তাঁকে। ফলে রাজনৈতিক মহলের অনুমান, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে নীতীনকেই দেওয়া হতে পারে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির দায়িত্ব।

## ভারতের হাইকমিশনারকে তলব ঢাকার

**নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর:** শেখ হাসিনা ভারতে বসে ক্রমাগত উসকানিমূলক মন্তব্য করে চলেছেন। বাংলাদেশের নির্বাচন বানচালের প্ররোচনাও দিয়ে যাচ্ছেন লাগাতার। ভারতই তাঁকে এই সুযোগ করে দিচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুলে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে তলব করল বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক।

বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে এই নিয়ে পাঁচ বার তলব করা হল ভারতীয় হাইকমিশনারকে। এবার হাসিনা ছাড়াও হাইকমিশনারকে তলবের আরও একটি কারণ রয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানের সমর্থক ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির উপর গুলি-হামলা চলেছে গত শুক্রবার। তিনি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তদন্তকারীদের অনুমান, দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়ে ভারতে পালিয়ে গিয়েছে। যদি তাই হয়, ভারত যাতে তাদের গ্রেপ্তার করে বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে, তার আর্জি জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, জুলাই অভ্যুত্থানের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হাসিনা গত ৫ অগস্ট ভারত চলে এসেছিলেন। পরে গণহত্যার মামলায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তার পর থেকেই নয়াদিল্লির কাছে হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর দাবি জানিয়ে আসছে ঢাকা। কিন্তু নয়াদিল্লি তাতে সাড়া দেয়নি। সম্প্রতি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ স্থির হয়েছে।

## মমতাকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর, মেসি-চুরিতে সরব অর্জুনও

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** গোটা রাজ্যকে সথগিত করে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই বাংলার আজ এই অবস্থা। রবিবার বিকেলে গারুলিয়ার লেনিননগরে সভায় হাজির হয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূল সরকারের নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রশাসন নিয়ে তিনি বলেন, হাত-পা বেঁধে রাখলে পুলিশ কাজ করবে কী করে? পুলিশের মধ্যে অনেক দক্ষ অফিসার আছেন। তাঁদের ব্যবহার করা হয় না। মেরুদণ্ড সোজা রেখে অনেকেই কাজ করতে চান। কিন্তু মেরুদণ্ড সোজা রেখে কাজ করলে উত্তরবঙ্গে থাকলে দক্ষিণবঙ্গে, আবার দক্ষিণবঙ্গে থাকলে উত্তরবঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাই কেউ ঝুঁকি নেয় না। তবে মনে মনে সকলে প্রস্তুত, ২০২৬ সালে বাংলায় আসল পরিবর্তন হবে।

মেসির সফর ঘিরে চরম বিশৃঙ্খলা নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এত নিম্নমানের চোর জীবনে তিনি দেখেননি। ২০ টাকার চাউমিন ১৫০ টাকায় বিক্রি, ১০ টাকার চিপসের প্যাকেট ১০০ টাকায় বিক্রি। ২০ টাকার জলের বোতল ২০০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। এই জলের বোতল বিক্রির কমিশন কে পেয়েছেন?' তাঁর বক্তব্য, 'একটা ছেলে ২৫ হাজার টাকা রোজগার করে ১৫ হাজার টাকায় টিকিট কেটেছে। একটা ছেলে ১৫ হাজার টাকা রোজগার করে ৬ হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছে। পুলিশের

হাতে আক্রান্ত রাজমিস্ত্রির হেল্পারির কাজ করা সঞ্জয় হালদার ১২ হাজার টাকা রোজগার করে ৫ হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছে। কিন্তু যে ভাবে পেটানো হয়েছে, এর নিন্দার কোনও ভাষা নেই।' মেসির সফর ঘিরে বিশৃঙ্খলা ইস্যুতে তিনি জনসমক্ষে তিনটি দাবি রেখেছেন। শুভেন্দুর দাবি, পুলিশকে সরিয়ে রেখে সিট গঠন করে তদন্ত, অরূপ বিশ্বাস ও সুজিত বসুকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করা এবং প্রতিটি টিকিটের পয়সা ফেরত দিতে হবে। এই তিনটি দাবি নিজের প্যাডে লিখে রাজ্যপালকে তিনি দিয়েছেন। শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, এই তিনটি দাবিই তিনি আদায় করে ছাড়বেন। সভায় দাঁড়িয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'বাংলার মানুষ আর একটা পরিবর্তন চাইছেন। বাংলার মানুষ বালি, পাথর, চাকরি ও পুকুর চুরি দেখেছে। এবার বাংলায় নতুন সংযোজন মেসি চুরি। যেদিন মমতা ব্যানার্জি ফের শিল্পাঞ্চলে আসবেন, সেদিন ফের জয় শ্রীরাম ধ্বনি হবে বলে এদিন তিনি জানান।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তৃণমূল সরকারের সীমাহীন চুরি, দুর্নীতি, খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন এবং এসআইআর নিয়ে মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে রবিবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ইছাপুর স্টোর বাজার থেকে লেনিননগর হয়ে মাঝেরপাড়া পর্যন্ত পরিবর্তন যাত্রা আয়োজিত হয়। উক্ত পরিবর্তন যাত্রা শেষে লেনিননগর বিবি গাঙ্গুলি স্কুলের নিকটে পরিবর্তন সংকল্প সভা আয়োজিত হয়।

## সন্ত্রাসী হামলা

■ সিডনির ভিড়ে ঠাসা বন্ডাই সৈকতে রবিবার সন্ধ্যায় (স্থানীয় সময়) চলল এলোপাথাড়ি গুলি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৯ জন। আহত দুই পুলিশকর্মী-সহ প্রায় ১২ জন। পুলিশের গুলিতে নিহত এক আততায়ী। অন্য এক আততায়ীকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, আততায়ীদের মধ্যে একজন ২৪ বছরের নাভিদ আক্রম। বলা বাহুল্য, মুসলিম ধর্মাবলম্বী দুষ্কৃতীর ইহুদিদের উৎসবে হামলার চালানোর বিষয়টি স্পষ্ট হতেই ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। পুলিশ স্পষ্ট করেছে, এটি ছিল সন্ত্রাসবাদী হামলা। নাভিদ কি হামাসের সঙ্গে যুক্ত? পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর অকুস্থলের কাছে একটি গাড়ি থেকে কিছু বিস্ফোরকও উদ্ধার হয়েছে, যা আততায়ীদেরই বলে মনে করা হচ্ছে।

## ধৃত খালাসি

■ ন্যাজাট-কাণ্ডে ঘাতক ট্রাকের খালাসি গোলাম হোসেন মোল্লাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। রবিবার তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। এই গ্রেপ্তারির ফলে গাড়িতে ট্রাকের ধাক্কায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিন। অন্য দিকে, শাহজাহান মামলার সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষ ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার জন্য বাড়িতে মোতায়েন করা হল পুলিশকর্মী। বসিরহাট জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসিরহাট জেলা পুলিশ সুপারকে ধন্যবাদ জানালেন ভোলানাথ ঘোষ।

# ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ‘বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ’

## ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে আটটি শিল্পক্ষেত্রে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যে শিল্প ও বিনিয়োগের সম্ভাবনাকে আরও বিস্তৃত করতে আগামী ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ‘বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ’। কলকাতার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে এই কনক্লেভে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে আটটি শিল্পক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রগুলি হল মণি-রত্ন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর, পর্যটন, বস্ত্রশিল্প এবং ইস্পাতশিল্প। পাশাপাশি অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রগুলিও আলোচনার আওতায় থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কনক্লেভের প্রাথমিক পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প মানচিত্রে অবস্থান, বিনিয়োগের সম্ভাবনা এবং সাম্প্রতিক অগ্রগতির চিত্র সকলের সামনে তুলে ধরবেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠার

ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কীভাবে সহযোগিতা করেছে, সেই অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরবেন হর্ষ নেওটিয়া, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, রুদ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জয় বুধিয়া, উমেশ চৌধুরীর মতো শিল্পপতিরা। শুক্রবার নবান্নে এই কনক্লেভের চূড়ান্ত প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। আগামী ১৮ ডিসেম্বর ধনধান্য স্টেডিয়ামে কনক্লেভের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কনক্লেভে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পপতিরাও অংশ নেবেন।

কনক্লেভের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হবে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কলকাতা ও শহরতলির জলপথ পরিবহণের আধুনিকীকরণ, সুন্দরবনের নদী ও খাল সংস্কার, দ্বীপ এলাকার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং দামোদর অববাহিকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ পরিষেবা উন্নয়ন।

নবান্ন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ীই এবারের বিজনেস কনক্লেভে বিশেষভাবে আটটি শিল্পক্ষেত্রকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পর্যটন, তথ্যপ্রযুক্তি, ইস্পাত এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্ষেত্রগুলিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি চর্মশিল্প, চিকিৎসা এবং ওষুধ সংক্রান্ত শিল্পগুলিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এই আটটি শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত দপ্তরগুলিকে আলাদা আলাদা প্রেজেন্টেশন তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কনক্লেভে উপস্থিত অতিথিদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে, কেন এই শিল্পক্ষেত্রগুলিকে রাজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

# বেলুড় মঠে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন

## অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের ১১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** বেলুড় মঠের পবিত্র প্রাঙ্গণে রবিবার বিকেলে সম্পন্ন হল রামকৃষ্ণ মিশনের ১১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা। ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল সাড়ে তিনটেয় অনুষ্ঠিত এই সভায় সংগঠনের গত এক বছরের কর্মকাণ্ড, সাফল্য ও বিস্তৃত মানবকল্যাণমূলক উদ্যোগের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়। সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজ ২০২৪,২৫ অর্থবর্ষে সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে গভর্নিং বডির পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ, পুনর্বাসন, গ্রামীণ উন্নয়ন, আদিবাসী কল্যাণ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র; সব মিলিয়ে মিশনের বহুমুখী কর্মপ্রবাহের বিস্তৃত চিত্র উঠে আসে। প্রতিবেদনে জানানো হয়, দেশ ও বিদেশে বিস্তৃত শাখা ও উপকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছেছে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা। শিক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবা থেকে শুরু করে

দুর্যোগকালে ত্রাণ, আত্মনির্ভরতার প্রশিক্ষণ এবং নৈতিক-আধ্যাত্মিক চর্চা; সমাজের প্রান্তিক স্তর পর্যন্ত এই কর্মযজ্ঞ ছড়িয়ে পড়েছে। আর্থিক দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য ব্যয় করে এই সেবাকাজ পরিচালিত হয়েছে, যা সংগঠনের দায়বদ্ধতা ও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনারই প্রতিফলন।

সভায় আরও তুলে ধরা হয় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, নতুন কেন্দ্র স্থাপন, গবেষণা ও সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অংশগ্রহণের তথ্য। একই সঙ্গে ভবিষ্যতের লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়, যেখানে মানবসেবাকেই সর্বোচ্চ ধর্ম হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। শান্ত, সংযত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে উপস্থাপিত এই প্রতিবেদন রামকৃষ্ণ মিশনের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠারই আরেকটি প্রামাণ্য দলিল হয়ে থাকল। বেলুড় মঠের সভাকক্ষে এদিন যেন আবারও প্রতিধ্বনিত হল সেই চিরন্তন বার্তা; মানবসেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরসাধনা।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমরা গত ইং ২১.০৩.২০২৪ তারিখে দলিল নং. I-513/24, ডি.এস.আর.-II, হুগলী হইতে আমমোক্তার নং. I-633/2023, এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর, তাং- ১৯.০১.২০২৩। আমমোক্তার দাতাগন ১) মেহের বানু বিবি, ২) সেখ সুকচাঁদ, ৩) সেখ মুক্ত, ৪) সেখ নূর ইসলাম, ৫) জারিফা বিবি দ্বারা প্রদত্ত আমমোক্তার গ্রহীতা দিপিকা মন্ডল এর নিকট হইতে নিম্ন তপশীল-এর জমি খরিদ করিয়াছি।
তপশীল জমির পরিচয়, জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং.-৪, এল.আর. খতিয়ান নং.- ১৩৮৫৪, ১৩৮৫৩, ১৩৮৪৩, ১৩৮৪২, ১৩৮৬৭, জমির শ্রেনী-শালি। উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিনীত
তারান্নুম আরা, সারওয়ার আলী,
তাবাসুম আরা, আজাদ আলী

# আজ থেকেই গ্রিন লাইনে বাড়তি মেট্রো, রাতে বাড়ল পরিষেবা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আজ থেকে গ্রিন লাইনে যাত্রী পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন কার্যকর হল। শহরের ক্রমবর্ধমান যাত্রীচাপের কথা মাথায় রেখে মেট্রো কর্তৃপক্ষ সপ্তাহের সব দিনেই পরিষেবার সংখ্যা ও সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে অফিস ফেরত ও দেরি করে যাতায়াতকারী যাত্রীদের ভোগান্তি অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নতুন সূচি অনুযায়ী, আজ থেকে শুক্রবার গ্রিন লাইনে মোট ২২৮টি মেট্রো চলবে; আগে যা ছিল ২২৬টি। শনিবার পরিষেবা বেড়ে দাঁড়াল ২০৪টিতে (আগে ছিল ২০২), আর রবিবার চালানো হবে ১০৮টি ট্রেন, যা আগে ছিল

১০৪টি। অর্থাৎ, সপ্তাহের প্রতিটি দিনেই ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে রাতের শেষ ট্রেনের সময়সূচিতে। আজ থেকেই হাওড়া ময়দান থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১০টা ৫ মিনিটে। এই ট্রেনটি সেন্ট্রাল পার্ক পর্যন্ত চলবে, যা আগে ছিল না। আজ থেকে রবিবার; প্রতিদিনই এই পরিষেবা মিলবে। আজ থেকে শনিবার পর্যন্ত সকালের প্রথম ট্রেন আগের মতোই ভোর ৬টা ৩৯ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দানের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবে। তবে উল্টো দিক থেকে, অর্থাৎ হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভগামী প্রথম ট্রেনের সময় বদলে করা হয়েছে ভোর ৬টা ৪৫ মিনিট। রাতের দিকে শেষ ট্রেন সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান এবং হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ; দু'দিকেই ছাড়বে রাত ৯টা ৫৫ মিনিটে।

রবিবারের সূচিতেও নতুন সংযোজন রয়েছে। সকালে সিটি সেন্টার থেকে হাওড়া ময়দানের দিকে সকাল ৯টায় একটি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি রাতের শেষ পর্যায়ে হাওড়া ময়দান থেকে সেন্ট্রাল পার্ক পর্যন্ত রাত ১০টা ৫ মিনিটের মেট্রো রবিবারেও চলবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের মতে, এই পরিবর্তনের ফলে গ্রিন লাইনের যাত্রীরা আরও বেশি বিকল্প ও স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন। আজ থেকেই শুরু হওয়া এই বর্ধিত পরিষেবা শহরের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করবে বলেই মনে করছেন যাত্রীরা।

# পূর্ব ভারতের স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের স্বপ্নপূরণ করতে আত্মপ্রকাশ করল সিনেব্রিজ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** পূর্ব ভারতের স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের স্বপ্ন পূরণ করতে আত্মপ্রকাশ ঘটল সিনেব্রিজের। আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৬-এ প্রথমবার আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে এই প্লাটফর্ম। এটি এমন একটি ইন্ডাস্ট্রি মার্কেট প্ল্যাটফর্ম যা স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে। আগামী ২৪ জানুয়ারি রোটারি সদনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটবে সিনেব্রিজের। আইকেএসএফএফ এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী জানান, বাংলায়

প্রতিভার ঘাটতি নেই সমস্যা সুযোগের অভাব। স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে সেই সুযোগ এনে দিতে চাইছেন তাঁরা।

## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ১৫ই ডিসেম্বর, ২৮শে অগ্রহায়ণ। সোমবার। সফলা একাদশী তিথি। জন্মে তুলা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ ও বিংশোত্তরী মঙ্গল -এর মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

**বৃষ রাশি :** দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

**মিথুন রাশি :** নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র : গণেশ মন্ত্র।

**কর্কট রাশি :** জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

**সিংহ রাশি :** সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র : শিবমন্ত্র।

**কন্যা রাশি :** জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

**তুলা রাশি :** অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র : কালীমন্ত্র।

**বৃশ্চিক রাশি :** আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। শনি মন্ত্র পাঠ।

**ধনু রাশি :** বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

**মকর রাশি :** কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

**কুম্ভ রাশি :** পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

**মীন রাশি :** আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি যন্ত্র

**আজ একাদশী তিথি মুহূর্ত, সফলা একাদশী তিথি**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# ধর্মপাল মহাথের শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী পালন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া'র নবরূপকার সংঘনায়ক ধর্মপাল মহাথের মহোদয়ের শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী মহাসমারোহে উদযাপিত হল ১২ ডিসেম্বর ২০২৫, ধর্মাঙ্কুর মহাবিহার প্রাঙ্গণে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি ড. বুদ্ধপ্রিয় মহাথের মহোদয়। ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র সংঘরাজদ্বয় শ্রীমৎ রতনজ্যোতি মহাস্থবির এবং শ্রীমৎ দিকপাল মহাস্থবির, বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমৎ পি. সিবলী থের, সাধারণ সম্পাদক মহাবোধি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ড.বুদ্ধপ্রিয় মহাথের, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন'র সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ সুনন্দপ্রিয় ভিক্ষু, রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সহ-সাধারণ সম্পাদক স্বামী বলভদ্রানন্দ, সমীর কুমার মিত্র অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, বিএসএফ ডা উত্তম কুমার বড়ুয়া অবসরপ্রাপ্ত

বিশিষ্ট চিকিৎসক বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, ড. অরুণজ্যোতি মহাথের, ড. জিনপ্রিয় মহাথের, শ্রীমৎ আনন্দ ভিক্ষু, শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাথের, শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাথের, শ্রীমৎ ধর্মানন্দ ভিক্ষু, শ্রীমৎ পরামীসিদ্ধি ভিক্ষু। প্রত্যেক অতিথির বক্তব্যে বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্যে-সংস্কৃতির অগ্রগতিতে সংঘনায়ক ধর্মপাল মহাথের মহোদয়ের অবদানের কথা নানা ভাবে স্মরণ করা হয়।

স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সভার সাধারণ সম্পাদক অমলেন্দু চৌধুরী। জগজ্জ্যোতি বিশেষ সংখ্যা সংঘনায়ক ধর্মপাল মহাথের বার্থ সেন্টিনারি ভলিউম-২০২৫ এর মোড়ক উন্মোচিত হয়, সম্পাদনা করেন ড. সুমনপাল ভিক্ষু। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সুষমা বড়ুয়ার নেতৃত্বে বিহারের উপাসিকাবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সহ-সম্পাদক ড.সুমিত বড়ুয়া।

# ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে হিন্দু জনজাগৃতি মহাসভার শীর্ষ বৈঠক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রবিবার কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে হিন্দু জনজাগৃতি মহাসভার শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য ও বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শীর্ষ প্রতিনিধি ও কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে এই বৈঠকে সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি, সাংগঠনিক বিস্তার ও সমাজজাগরণের লক্ষ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে বিশেষভাবে জেলা ও শাখা স্তরে সংগঠনকে আরও মজবুত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আকাশ

সাধু। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, সনাতন সমাজের শক্তি নিহিত রয়েছে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে। আজ সময় এসেছে ঘরে ঘরে সনাতনী চেতনাকে পৌঁছে দেওয়ার। সংগঠনের প্রতিটি কর্মীকে নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রক্ষার জন্য সংগঠিত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি।

এই শীর্ষ বৈঠকে সদস্যসংগ্রহ, প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম এবং আগামী দিনের বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ নিয়ে মতবিনিময় হয়। প্রতিনিধিরা নিজ নিজ জেলার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার বিষয়ে প্রস্তাব দেন। সার্বিকভাবে, এই বৈঠক সংগঠনের কর্মদিশা নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

# যুবভারতী-কাণ্ডে স্ত্রী শুভশ্রীর পাশে দাঁড়ালেন রাজ চক্রবর্তী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** লিওনেল মেসিকে দেখতে না পাওয়ার আক্ষেপে শনিবার রণক্ষেত্র হয়েছে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণ। হাজার হাজার টাকার টিকিট কেটেও ফুটবলের ভগবানকে একঝলক দেখতে না পাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন একাংশ। কারণ এদিন মাঠে মেসি এলেও তাঁকে ঘিরে থাকেন বিভিন্ন মহলের বিশিষ্টজনেরা। আর তার ফলেই একঝলকও মেসিকে চাক্ষুষ করার সুযোগ হয়নি আমজনতার। এসব কিছুর মধ্যেই আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল টলিউডের অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলির পোস্ট করা ছবি। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা শুভশ্রীর সেই ছবিতে দেখা গিয়েছিল মেসির সঙ্গে পোজ দিতে। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে উঠেছিল নিন্দার ঝড়। এই আবহে স্ত্রী তথা অভিনেত্রী শুভশ্রীর পাশে দাঁড়ালেন তাঁর স্বামী তথা তারকা পরিচালক রাজ চক্রবর্তী।

রবিবার তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, প্রথমেই বলি, শনিবার যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গণের অরাজকতা অনভিপ্রেত। এটা ফুটবল এবং ফুটবলপ্রেমী বাঙালির অসম্মান। এই অরাজকতার সম্মুখীন আমরা আগেও হয়েছি ইস্টবেঙ্গল - মোহনবাগান ম্যাচে। তারপরেও কেন এত বড় ইভেন্টের কাঠামোগত সচেতনতায় ফাঁক থেকে গেল? আয়োজকেরা কী মেসি-র জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? আমি অবশ্যই চাইব দোষীরা শাস্তি পাক। এদিনের অনুষ্ঠানে অনেকের মধ্যে আমন্ত্রিত ছিলেন বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির তরফে শুভশ্রী গাঙ্গুলি। এবং এই অরাজকতা মাঝে নিজের উপস্থিতির খেসারত দিতে হচ্ছে ওকে। ওর অপরাধ সোশ্যাল

মিডিয়ায় মেসি-র সঙ্গে ছবি পোস্ট করা। যেখানে হাজার হাজার মানুষ দাম দিয়ে টিকিট কিনে নিজের স্বপ্নের নায়ক-কে একবারের জন্য দেখতে পেলেন না, প্রতারিত হলেন, বঞ্চিত হলেন, তাদের এই ক্ষোভ আসবেই। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক নেতা যাঁরা গোটা ঘটনার আগে পরে না থেকেও মন্তব্য ছুড়ছেন - একজন সিনেমার নায়িকার ওখানে থাকার কী দরকার? তাদের উদ্দেশ্যে বলি, শুভশ্রী গাঙ্গুলিকে কতটুকু চেনেন আপনারা? অভিনেত্রী বলে তিনি মেসির ভক্ত হতে পারেন না? একজন মানুষের লিঙ্গ, পেশা, সম্পর্কের নিরিখে একাধিক সামাজিক পরিচয় থাকে। ঠিক তেমনই শুভশ্রী মা, কখনও বোন, কখনও স্ত্রী, কখনও অভিনেত্রী, কখনও বন্ধু, কখনও আবার কারো ফ্যান। সব কিছুর উপর তিনি একজন মানুষ। কিন্তু এক্ষেত্রে মানবিকতার সমস্ত পরিসীমা পেরিয়ে অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলিকে টার্গেট করে মিম তৈরি করছেন, ট্রোল করছন, একটা অল্টারনেট ন্যারাটিভ তৈরি করছেন রাজনৈতিক নেতারা এবং কিছু সংখ্যক মিডিয়া। যাঁরা ট্রোল করছেন তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন একজন মানুষের প্রতি, একজন নারীর প্রতি তাঁদের এই ব্যবহার থেকে যাবে আগামীর জন্যে। তাঁদের এই ব্যবহার থেকেই শিক্ষা নেবে আগামী প্রজন্ম। প্রতিবাদ আর অপমান দু'টো বিষয়ে বিস্তর ফারাক সেটা বোঝা এবং বোঝানো বিশেষ প্রয়োজন। মাঠে ঘটনা অরাজকতা, মাঠের মধ্যে যা কিছু হয়ে গেছে তার সঙ্গে শুভশ্রীর কোনো যোগাযোগ নেই। তিনিও আপনাদের মতোই ফুটবলের মহাতারকাকে দেখতে গেছিলেন! শুভশ্রীও নিজেও গোটা ঘটনাটি ভীষণভাবে আহত।

রাজের এই পোস্টেও উপচে পড়েছে নেটিজেনদের কমেন্টের ভিড়। শনিবারের মতোই ফের রাজ ও শুভশ্রীর প্রতি একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মেসি ভক্তরা।

# আজ গভীর রাতে শিয়ালদহ শাখায় ট্রাফিক ব্লক, বাতিল ও সংক্ষিপ্ত রুটে চলবে একাধিক লোকাল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ:** রক্ষণাবেক্ষণের জরুরি কাজের জন্য আজ গভীর রাতে শিয়ালদহ বিভাগে ট্রেন চলাচলে বড়সড় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করল পূর্ব রেল। রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, শিয়ালদহ ও বিধাননগর রোড স্টেশনের মাঝের ব্রিজ নম্বর ১ এর একটি লাইনে আজ রাত ১১টা ৪৫ মিনিট থেকে আগামীকাল ভোর ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত মোট ২২৫ মিনিট ট্রাফিক ও বিদ্যুৎ ব্লক কার্যকর থাকবে।

এই ব্লকের জেরে একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, পাশাপাশি কিছু ট্রেন নির্ধারিত গন্তব্যে না গিয়ে মাঝপথেই যাত্রা শেষ করবে অথবা মাঝপথ থেকে যাত্রা শুরু করবে।

**আজ বাতিল থাকছে;**

**শিয়ালদহ, নৈহাটি লোকাল (৩১৪৪৭)**

**নৈহাটি, শিয়ালদহ লোকাল (৩১৪৫০)**

**রুট সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে কয়েকটি লোকালের ক্ষেত্রেও। আজ শান্তিপুর, শিয়ালদহ লোকাল (৩১৫৪২) ব্যারাকপুর পর্যন্ত চলবে এবং সেখানেই যাত্রা শেষ করবে। বনগাঁ, শিয়ালদহ লোকাল (৩৩৮৫৮) আজ দমদম ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত চলাচল করবে।**

**আগামীকাল, ১৬ ডিসেম্বর, কিছু ট্রেন নির্ধারিত স্টেশন থেকে নয়, মাঝপথ থেকেই যাত্রা শুরু করবে। শিয়ালদহ, শান্তিপুর লোকাল (৩১৫১১) ব্যারাকপুর থেকে ছাড়বে। একইভাবে শিয়ালদহ, বনগাঁ লোকাল (৩৩৮১৫) দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকেই যাত্রা শুরু করবে। এছাড়া রাতের ব্লক শেষে শিয়ালদহ, লালগোলা প্যাসেঞ্জার (৫৩১৭১) নির্ধারিত সময়ের পরিবর্তে আগামীকাল সকাল ৪টা ১৫ মিনিটে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে রওনা দেবে।**

পূর্ব রেল যাত্রীদের কাছে অনুরোধ করেছে, আজ রাতে যাত্রার আগে ট্রেনের সময়সূচি ও রুট পরিবর্তনের বিষয়টি জেনে নেওয়ার জন্য।

সাময়িক অসুবিধার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ দুঃখপ্রকাশ করেছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ সোমবার

### লিওনেল মেসিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা নিয়ে ক্ষুব্ধ বিরোধী দলনেতা

# এই ঘটনা ভারতের জন্য চরম লজ্জাজনক: শুভেন্দু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কলকাতায় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান ঘিরে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার রাজ্য বিজেপি সদর দপ্তরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, লিওনেল মেসিকে কেন্দ্র করে যে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা শুধু রাজ্যের নয়, আন্তর্জাতিক স্তরে গোটা দেশের সম্মানকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, এই ঘটনা ভারতের জন্য চরম লজ্জাজনক। তাঁর অভিযোগ, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আয়োজনকে পরিকল্পিতভাবে বাণিজ্যিক লুঠের মঞ্চে পরিণত করা হয়েছিল। বিপুল অর্থ দিয়ে টিকিট কেটে মাঠে পৌঁছে হাজার হাজার যুবক ও ক্রীড়াপ্রেমী প্রতারিত হয়েছেন। মেসিকে সামনে থেকে দেখানোর প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবে সাধারণ দর্শকদের সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। শুভেন্দুর দাবি, ভোটের আগে যুবসমাজের আবেগকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ও আর্থিক ফায়দা তোলাই ছিল এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয়, অনুষ্ঠানের সময় নিরাপত্তার নামে দর্শকদের উপর নির্মম বলপ্রয়োগ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। র‍্যাফ ও সাদা পোশাকের পুলিশের লাঠিচার্জে বহু যুবক আহত হয়েছেন। অথচ প্রশাসন দায় স্বীকার না করে ঘটনার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছে বলে তাঁর অভিযোগ।

তদন্ত নিয়েও রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর দাবি, সরকার ঘোষিত তদন্ত কমিটি সম্পূর্ণ লোক দেখানো। কলকাতা পুলিশ ও বিধাননগর পুলিশকে তদন্ত থেকে সরিয়ে একজন স্বাধীন সিটিং বিচারপতির নেতৃত্বে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান তিনি। পাশাপাশি ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও দমকলমন্ত্রী সুজিত বোসের অবিলম্বে পদত্যাগ এবং গ্রেপ্তারের দাবিও তোলেন শুভেন্দু অধিকারী।

সংবাদ সম্মেলনে টিকিট কালোবাজারি ও অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর দাবি, ২০ টাকার জলের বোতল ১৫০ থেকে ২০০ টাকায়, ১০ টাকার চিপস ১০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। বাইরে থেকে জল ঢোকাতে নিষেধ করা হলেও প্রশাসনের তরফে পানীয় জলের কোনও বিকল্প ব্যবস্থাই রাখা হয়নি। এই আর্থিক লুঠের সঙ্গে কারা যুক্ত এবং কারা লাভবান; তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রয়োজন বলে তিনি জানান।

এফআইআর নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর অভিযোগ, দায়সারা অভিযোগপত্রের মাধ্যমে মূল অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টা চলছে। সময়, গ্রেপ্তার ও অভিযোগের মধ্যে বিস্তর গরমিল রয়েছে। একজন ব্রোকারকে সামনে রেখে মন্ত্রী ও শাসকদলের ঘনিষ্ঠদের রক্ষা করার চেষ্টাই স্পষ্ট বলে মন্তব্য করেন তিনি।

শেষে শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করেন, এই ইস্যুতে বিজেপির লড়াই থামবে না। যুব মোর্চা ও দলীয় কর্মীরা আগামী দিনেও আন্দোলনে নামবেন। ক্রীড়াক্ষেত্রকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও দুর্নীতির কবল থেকে মুক্ত না করা গেলে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলার উপর এর ভয়াবহ প্রভাব পড়বে বলেও সতর্ক করেন তিনি। প্রতারিত যুবসমাজ ও ক্রীড়াপ্রেমীদের ন্যায্য বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে, এই বার্তাই দেন বিরোধী দলনেতা।

# ‘উপর থেকে নির্দেশ না এলে পুলিশ এখানে নড়েচড়ে না’

### মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদারের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কলকাতায় লিওনেল মেসির উপস্থিতি নিয়ে তৈরি হওয়া বিশৃঙ্খলা ও ক্ষোভের আবহে রাজ্য সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, গোটা আয়োজনটাই সাধারণ মানুষের কথা না ভেবে বাণিজ্যিক স্বার্থে সাজানো হয়েছিল। সুকান্তর বক্তব্য, দেশের বহু শহরই আজ কলকাতার থেকে এগিয়ে। অথচ এখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম লাগামছাড়া। কনসার্টে জলের বোতলের দাম ১৫০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল বলে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, মনে হচ্ছিল, ফুটবলপ্রেম নয়;ব্যবসাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। মেসিকে এনে এক শ্রেণির

লোকই সব সুবিধা ভোগ করল। তাঁর কটাক্ষ আরও তীব্র হয়ে ওঠে যখন তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠরা মেসির সঙ্গে ছবি তুললেও, সাধারণ দর্শক যাঁরা টিকিট কেটে স্টেডিয়ামে ঢুকেছিলেন তাঁরা কার্যত কিছুই দেখতে পাননি। যাঁরা টাকা দিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের জন্য কিছুই রাখা হয়নি, বলেন সুকান্ত।

পুলিশি ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, প্রশাসন কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। কটাক্ষের সুরে বলেন, উপর থেকে নির্দেশ না এলে পুলিশ এখানে নড়েচড়ে না। এর আগে শনিবার সকাল থেকেই ‘গোট ট্যুর ইন্ডিয়া’-র কলকাতা অধ্যায় ঘিরে উত্তেজনা চরমে ছিল। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে হাজার হাজার মানুষ হাজির হয়েছিলেন বিশ্বকাপজয়ী তারকাকে এক ঝলক দেখার আশায়। কিন্তু নিরাপত্তা বলয়, মঞ্চ বিন্যাস এবং বিশেষ অতিথিদের ঘেরাটোপে স্টেডিয়ামের বড় অংশ থেকেই মেসিকে স্পষ্ট দেখা যায়নি বলে অভিযোগ। মাঠে তাঁর উপস্থিতি ছিল ক্ষণস্থায়ী, এমনকী নির্ধারিত স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণও সম্পন্ন হয়নি। সবমিলিয়ে, ফুটবলপ্রেমের উৎসবের বদলে এই আয়োজন কলকাতায় পরিণত হয়েছে বিতর্ক ও ক্ষোভের মঞ্চে; যার দায় কার, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে।

## মেসিকে সামনে রেখে পরিকল্পিতভাবে ফুটবলপ্রেমীদের লুঠের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রবিবার কলকাতার যুবভারতী স্টেডিয়ামে মেসি ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। খেলা চলাকালীন দর্শকরা অভিযোগ করেছেন, স্টেডিয়ামে খাবার ও পানীয়ের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেশি রাখা হয়েছে। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, ২০ টাকার জলের বোতল বিক্রি ২০০ টাকায়। ২০ টাকার চিপসের প্যাকেট ১৫০ টাকায়। ২০ টাকার কোল্ড ড্রিঙ্ক ২০০ টাকায়। ২০ টাকার আইসক্রিম ১০০ টাকায়। ৫০ টাকার পপকর্ন ৩০০ টাকায়। রাজ্য বিজেপির দাবি অনুযায়ী, এই মূল্যের বৃদ্ধি দর্শকদের স্বাভাবিক খরচকে অতিরিক্ত করে তুলেছে। এই ঘটনা স্টেডিয়ামে দর্শকদের অভিজ্ঞতা নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলেছে বলেই দাবি রাজ্য বিজেপির। যুবভারতীতে মেসিকে সামনে রেখে পরিকল্পিতভাবে ফুটবলপ্রেমীদের লুঠ করা হয়েছে বলেই দাবি গেরুয়া শিবিরের। অন্যদিকে, বিধাননগরের আদালত চত্বরে রবিবার উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি করল বিজেপির যুব মোর্চা। শনিবারের মেসিপ্রেমী বঞ্চনার ঘটনার প্রতিবাদে দলটি রাস্তায় নামে, কণ্ঠ দিয়ে শাসক দলের প্রতি ক্ষোভ ব্যক্ত করে। বিক্ষোভকারীরা মিছিল শুরু করে রানি রাসমণির মূর্তির সামনে থেকে, অক্ষরে অক্ষরে পথ ধরে এগিয়ে যায় গোষ্ঠ পালের মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত। পথ চলতে চলতে তারা শাসক দলের ব্যর্থতা ও অনৈতিকতার অভিযোগ জোরালোভাবে তুলে ধরেন।

জানানো হয়েছে, মিছিলটি শুধু প্রতিবাদের নয়, বরং রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির একটি মাধ্যম হিসেবেও গড়ে উঠেছে। যুব মোর্চার নেতৃত্ব দাবী করছে, সরকার যদি এই বঞ্চনার ঘটনা নিয়ে জবাবদিহি না করে, তাহলে ভবিষ্যতে এরকম অব্যবস্থাপনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হবে না। শাসক দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে করতে বিক্ষোভকারীরা কয়েকবার স্লোগান দিয়ে মিছিলকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। মঙ্গলবারের পরিস্থিতি রীতিমতো রাজনৈতিক উত্তাপের আগুনে ঘিরে ফেলেছে শহরটিকে।

## মেট্রোর দরজা ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে পরিষেবা ব্যাহত করলে কঠোর ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** যাত্রীদের অসচেতন ও স্বেচ্ছাচারী আচরণে মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত, এবার আর কোনও রকম ছাড় নয়। কলকাতা মেট্রোর তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ট্রেনের দরজা ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে পরিষেবা ব্যাহত করলে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার (১৩ ডিসেম্বর) ইয়েলো লাইনের জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া অভিমুখী একটি মেট্রো রেক-এর একটি কোচের দরজা দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে রাখা হয়। অভিযোগ, এক মহিলা যাত্রী তাঁর সঙ্গীকে ট্রেনে তুলতেই কোচ নম্বর ৫০৫৪-এর দরজা জোর করে বন্ধ হতে দেননি। এর জেরে নির্ধারিত সময়ের বাইরে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে, ভোগান্তিতে পড়েন বহু যাত্রী।

–প্রতীকী ছবি

পরিস্থিতি সামাল দিতে বাধ্য হন চালক। নিজের কেবিন ছেড়ে নেমে হাতে করে দরজা লক করার পরই ট্রেন চলাচল শুরু করা সম্ভব হয়। শুধু যাত্রী নয়, এই ধরনের ঘটনার ফলে মেট্রো কর্মীরাও অযথা সমস্যার মুখে পড়ছেন বলে জানানো হয়েছে।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে শনাক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি স্পষ্ট করা হয়েছে, ব্যাকপ্যাক ঠেসে ধরা, শরীর দিয়ে দরজায় ভর দেওয়া কিংবা যে কোনও উপায়ে দরজার স্বাভাবিক কার্যকারিতা ব্যাহত করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের বার্তা, দ্রুত ও নির্বিঘ্ন পরিষেবা বজায় রাখতে যাত্রীদের সহযোগিতা অপরিহার্য। মেট্রো শুধু পরিবহণ ব্যবস্থা নয়, শহরের গর্ব—এই গর্ব রক্ষার দায়িত্ব সকলের। স্টেশন ও রেকে বসানো সিসিটিভির মাধ্যমে সহজেই এই ধরনের অসদাচরণ ধরা পড়ে এবং দোষীদের শনাক্ত করা সম্ভব।

মেট্রো যাত্রীদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, নিজেরা নিয়ম মেনে চলুন, পাশাপাশি কেউ নিয়ম ভাঙলে তাঁকে বাধা দিন। যাত্রী নিরাপত্তা ও পরিষেবার স্বার্থে কোনও রকম অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না;এই বার্তাই স্পষ্ট করে দিল কলকাতা মেট্রো।

## কনকনে ঠান্ডা এখনই নয়

### নরম মেজাজে বাংলায় অনুভূত হবে শীত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** আজ সোমবার, পৌষের শুরুতেই দক্ষিণবঙ্গে শীতের উপস্থিতি টের পাওয়া গেলেও তার দাপট এখনও সংযত। তাপমাত্রা নামছে, আবার সামান্য উঠছেও; এই ওঠানামার মধ্যেই সপ্তাহটা কাটতে চলেছে বলে ইঙ্গিত দিচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। আপাতত জাঁকিয়ে শীত নয়, বরং ভোর ও রাতের দিকে ঠান্ডা আর কুয়াশাই থাকবে প্রধান চরিত্রে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ সোমবার থেকে আগামী সাতদিন দক্ষিণবঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই ঘোরাফেরা করবে। দিনের তাপমাত্রা থাকবে তুলনামূলক স্বস্তিকর; ২৪ থেকে ২৬ ডিগ্রির আশেপাশে। অর্থাৎ, টানা কয়েকদিন পারদ ১৫ ডিগ্রির নীচে নামার যে শর্তে ‘পুরোদস্তুর শীত’ ধরা হয়, তা এই সপ্তাহে পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

পুরো রাজ্য জুড়েই থাকবে শুষ্ক আবহাওয়া। কোনও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তুরে হাওয়া বইতে থাকায় সকালের শুরু আর গভীর রাতে ঠান্ডার অনুভূতি বেশ স্পষ্ট হবে। তবে দিনের বেলা রোদের তেজে শীতের

তীব্রতা অনেকটাই হালকা লাগবে। উত্তরবঙ্গেও একই ছবি। সমতলে শুষ্ক ও শীতল আবহাওয়া বজায় থাকবে। পাহাড়ি এলাকাগুলিতে ঠান্ডার কামড় তুলনামূলক বেশি; সেখানে রাতের তাপমাত্রা আরও নিচে নামতে পারে। এই সপ্তাহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হতে চলেছে কুয়াশা। সোমবার থেকে প্রতিদিন ভোরের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দেখা যাবে প্রায় সব জেলাতেই। দু’-একটি জায়গায় দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে। ফলে সকালবেলায় যান চলাচলের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতার পরামর্শ দিচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর।

সব মিলিয়ে, আজ সোমবার থেকে আগামী সাতদিন বাংলায় শীত থাকবে ‘নরম মেজাজে’; কনকনে ঠান্ডা নয়, তবে কুয়াশায় ঢাকা ভোর আর ঠান্ডা রাতই শীতের উপস্থিতি জানান দেবে।

## হাইকোর্টের ছাড়পত্রে দীর্ঘ লড়াইয়ের পথে অসংযুক্ত মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীরা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, অনিশ্চিত কর্মজীবন ও নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিরুদ্ধে এবার রাস্তায় নামতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের সরকার স্বীকৃত আন-এডেড মাদ্রাসার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা। তাঁদের প্রস্তাবিত অনির্দিষ্টকালীন অবস্থান আন্দোলনের জন্য আইনি অনুমোদন দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

সল্টলেকে লাগাতার ধরনা কর্মসূচির অনুমতি চেয়ে পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হলেও তা প্রত্যাখ্যাত হয়। এরপর আন্দোলনের অধিকার রক্ষায় আদালতের দ্বারস্থ হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল রিকগনাইজ আন-এডেড মাদ্রাসা ঐক্য মঞ্চ। শনিবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চ ১৭ ডিসেম্বর থেকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অনুমতি মঞ্জুর করে। তবে আদালত জানিয়ে দেয়, এই কর্মসূচি সল্টলেকে করা যাবে না। নির্দিষ্ট স্থান হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে কলেজ স্কোয়ার সংলগ্ন বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। একই সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনায় কড়া শর্ত আরোপ করা হয়েছে;একসঙ্গে ২০০ জনের বেশি অংশগ্রহণকারী থাকবেন না, কোনও প্ররোচনামূলক স্লোগান বা বক্তব্য দেওয়া যাবে না, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে মাইক ব্যবহার করতে হবে এবং সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি করা চলবে না। সংগঠনের দাবি, রাজ্যের ২৩৫টি সরকার স্বীকৃত আন-এডেড মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত প্রায় ২,৫০০ শিক্ষক ও কর্মচারী আজও স্থায়ী চাকরি ও সম্মানজনক বেতনের নিশ্চয়তা পাননি। ২০১৩ সালে স্বীকৃতি মিললেও, ২০২১ সালে দীর্ঘ আন্দোলনের পর মাত্র সামান্য সম্মানী চালু হয়, যা বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে কার্যত অপ্রতুল।

*আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে সেজে উঠছে নিউ মার্কেট। তারই মাঝে খুদের ফোটোসেশন।* *ছবি: অদিতি সাহা*

## এবার থেকে সন্ধেতেও বসবে সুফল বাংলার স্টল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** এবার থেকে সকালের পাশাপাশি সন্ধেবেলাতেও কলকাতা ও লাগোয়া জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারের বাইরে বসবে সুফল বাংলার স্টল। সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে মোট ৩৫টি কেন্দ্রে সন্ধের স্টল চালু হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে আরও ৫০টি ভ্রাম্যমাণ গাড়ি নামানোর পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানান, বর্তমানে প্রচুর মানুষ সন্ধেবেলাতেই বাজার করতে আসেন। সেই বাস্তব পরিস্থিতি মাথায় রেখেই কলকাতা ও লাগোয়া জেলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাজারের বাইরে সন্ধ্যায় সুফল বাংলার স্টল বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে অফিস ফেরত মানুষ ও সন্ধ্যার বাজারে আসা ক্রেতাদের সুবিধা হবে বলেই মনে করছে দপ্তর। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্ধ্যার এই পরিষেবা প্রথম ধাপে কলকাতার ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় চালু হবে।

পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা মিলিয়ে আরও ২১টি জায়গায় সন্ধেবেলায় সুফল বাংলার স্টল খোলা থাকবে। ধাপে ধাপে রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও এই পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বর্তমানে রাজ্য জুড়ে সাড়ে সাতশোরও বেশি সুফল বাংলা স্টল চালু রয়েছে। নতুন এই উদ্যোগে শহর ও শহরতলির মানুষের কাছে ন্যায্য দামে কৃষিপণ্য পৌঁছনোর ব্যবস্থা আরও জোরদার হবে বলে আশা রাজ্য প্রশাসনের।

## গঙ্গার ঢেউয়ের অন্তরালে হারানো নৌকোর গল্প, অতীতের স্মৃতিকথার ফিসফিসানি

**রাজীব মুখোপাধ্যায়**

ভোরের আলো গঙ্গার ঢেউকে ছুঁয়ে যায়, কিন্তু আড়িয়াদহ ঘাটে সেই পুরনো ছন্দ আর শোনা যায় না, না লোহার হাতুড়ির টংটং, না কাঠ ছাঁটার টানটান শব্দ। একসময় এই আওয়াজ ছিল ঘাটের প্রাণ, নদীও যেন তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বয়ে যেত।

হাওড়ার প্রবীণ নৌকো-কারিগর হরিপদ মাইতি আজো সেই দিনগুলো মনে করলেই থেমে যান। যেদিন নৌকো বানাতাম, ঘাট ভরে যেত কাঠের গন্ধে। মাঝিরা অর্ডারের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকত, আর নদী বয়ে চলত আমাদের কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে,দ তিনি বললেন, চোখে সোনালি অতীতের ঝলক।

লিলুয়ার পাড়া তখন ছোট ছোট স্বপ্নের ছবি আঁকত। শিশুরা নৌকোর কাঠ তোলার খেলা খেলত, শিখত কোন কাঠ জলে বসে, কোনটি ভাসে, আর কোন বাঁধনে নৌকো শক্ত হয়। প্রতিটি নৌকো হত গল্পের মতো, জন্ম নিত নদীর মৃদু ছন্দে।

চল্লিশোর্ধ্ব দেবাশিস পাত্র সেই সময়ের স্মৃতি মনে করলেন। আমার বাবা যখন নৌকো বানাতেন, পুরো এলাকা গর্বিত হত। এটা শুধু কাজ নয়, আমাদের অস্তিত্বের অংশ ছিল, তিনি বললেন। চোখে সেই দিনগুলোর ঝলক; নতুন কাঠের গন্ধ, জলের ওপর সূর্যের তির্যক আলো, স্বপ্নে ভরা নদী। নৌকো বানানো কেবল কাঠ জোড়ার কাজ নয়; এটি ছিল শিল্পের ভাষা। হরিপদবাবুর

হাতে কাঠ বাঁকানো হলে মনে হত নদীও সেই বাঁকে নড়ে। নৌকো মানে নদীর মন বোঝা, তাঁরা বলতেন।

এই শিল্প সংরক্ষিত হয়নি বইয়ে, কেবল ছোটরা দেখেছিল, শিখেছিল। নদী ছিল তাদের শিক্ষক, ঘাটই ছিল শ্রেণিকক্ষ।

কিন্তু সময় বদলে গেছে। যন্ত্র নৌকো এসেছে, পরিবহণের চাহিদা পাল্টেছে, মৎস্যজীবী কমেছে। কারিগরদের হাত ফাঁকা হয়ে গেছে। হরিপদ মাইতি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন; আগে নদীর হাওয়া কাঠের গন্ধ নিয়ে আসত, এখন শুধু নীরবতা।

দেবাশিসবাবুর চোখে তখনও সেই স্বর্ণালী দিনগুলো ভেসে ওঠে। আর কেউ এই শিল্পে ফিরবে না। তবে স্মৃতি, চোখ বন্ধ করলেই ফিরে আসে, তিনি বললেন। এখন আড়িয়াদহ ঘাটে একজন বাকি; নিতাই শীল, বয়স আশির কোঠায়। নৌকো বানান না, শুধু পুরনো কাঠ হাতে নিয়ে অতীতের গান শোনেন। এই কাঠে আমার বাবা, দাদা, যৌবন-সব মিশে আছে, তিনি জানান। নদীর হাওয়া তাঁদের কথা দূরে নিয়ে যায়, কিন্তু চোখে জমে থাকা কান্না নদীপাড়ের হারানো যুগের সাক্ষ্য বহন করে। সন্ধ্যার দিকে গঙ্গার জল কালচে হয়ে আসে। ভাঙাচোরা একটি নৌকো ঘাটে থমকে থাকে; অপেক্ষা করে যেন নতুন কারিগরের হাত সেই গল্প আবার জাগাতে পারে।

অন্ধকার নেমে আসে, বাতাস ঠান্ডা হয়। কিন্তু নৌকো, সেই তিন, চারজন বুড়ো কারিগর, এখনও ভেতরে আগলে রেখেছেন অতীতের স্বর্ণালী দিনের আগুন। একটি আগুন, যা বাঁচিয়ে রাখে হারিয়ে যাওয়া শিল্পের শেষ নিঃশ্বাস।

## সম্পাদকীয়

### মুখপাত্রের মুখে ‘হ্যাংলামি’, জোর চর্চা তৃণমূলের অন্দরে

গ্যাঁটের কড়ি খসিয়ে যুবভারতীতে এসেছিলেন প্রিয় নায়ককে দেখতে। নেতা, মন্ত্রী আর ‘ভিভিআইপিদের ভিড়ে মেসিকে দেখতে না পেয়ে বিগড়ে যায় গ্যালারির মেজাজ। তারপর চলল নির্বিচারে ভাঙচুর, তছনছ হল যুবভারতী। নিট ফল, কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি। মুখ পুড়ল বাংলার। ঘটনার পরই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তদন্ত হবে। সে সব তো ঠিক আছে। কিন্তু এরই মধ্যে এই ঘটনা নিয়ে প্রকাশ্যে বোমা ফাটিয়েছেন তৃণমূলেরই মুখপাত্র। তিনি বলেছেন, এত ‘হ্যাংলামি’-র কী আছে? আর এই ‘হ্যাংলামি’ নিয়েই এখন জোর চর্চা শাসক দলের অন্দরে। কার হ্যাংলামির দিকে নিশানা করেছেন শাসক দলের মুখপাত্র, উঠছে প্রশ্ন। কারণ, প্রাথমিক ভাবে যেটুকু উঠে আসছে, তাতে দেখা যাচ্ছে মেসির আশপাশে রাজ্যের শাসক দলের কেষ্টবিষ্টুরাই ভিড় জমিয়েছিলেন। সারাক্ষণই প্রায় মেসির পাশে ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী। ছিলেন তার কিছু প্রিয়পাত্র। আর রাজ্যের কিছু নেতা, মন্ত্রীদের পরিবারের সদস্য ও তাদের আশপাশে ঘোরাফেরা কিছু চেনা মুখ। সোশ্যাল মিডিয়ায় এসব ছবি দেদার ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন প্রশ্ন হল, ‘হ্যাংলা’ বলতে কি এদেরই বোঝাতে চেয়েছেন মুখপাত্র? নাকি তাঁর নিশানায় অন্য কেউ, এই নিয়ে এখন তোলপাড় শাসক দলের অন্দরমহল। সাংবাদিক বৈঠকে এই কথা বলার পর এর কোনও বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দেননি মুখপাত্র। ফলে ‘হ্যাংলামি’ নিয়ে জল্পনা আরও ছড়িয়েছে। অনেকেই তাঁর এই আগ বাড়িয়ে ‘হ্যাংলামি’ তত্ত্ব নিয়ে যে খুব খুশি নয় সেটা আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অনেকে আবার হাওয়া খারাপ বুঝে এক্কেবারে স্পিকটি নট হয়ে গেছেন। আর এক দল আবার, তদন্ত চলছে, বলে হাত ধুয়ে ফেলছেন। কিন্তু দলের মধ্যে এই চর্চা থামছে না। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য ঘটনার দায়, দায়িত্ব নিয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। দলের সেকেন্ড ইন কমান্ডও এখনও পর্যন্ত নীরব। ঘটনার ২৪ ঘন্টা পরও শীর্ষ নেতৃত্বের এই নীরবতা আরও চাপে ফেলে দিয়েছে সেদিন যাঁরা ঘটনাস্থলে ছিলেন। সবাই তদন্ত কমিটি কী রিপোর্ট দেয় সেদিকেই তাকিয়ে। এখন পচা শামুকে কারও পা কাটবে কিনা সেটা জানতে কয়েকদিন অপেক্ষা করতেই হবে।

### শব্দছক ১৪

রবি দাস

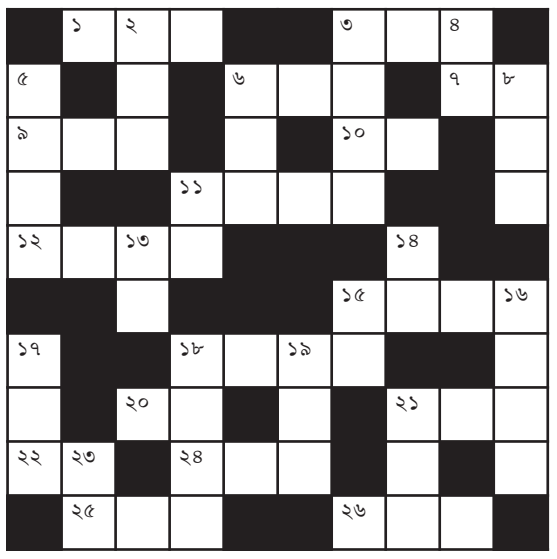

**পাশাপাশি:** ১. ঘনভাবে আচ্ছন্ন ৩. বোনা ৬. চর্বন ৭. ভীমের অস্ত্র ৯. মুখমণ্ডল ১০. কর ১১. কায়দা ১২. মৃতদেহ ১৫. বনাগ্নি ১৮. দেবতাদের নেশা-পানীয় ২০. সাধুব্যক্তি ২১. দয়া ২২. বাহারি গরম চাদর ২৪. নির্ভীকতা ২৫. শূকর ২৬. বাতায়ন

**ওপর-নিচ:** ২. মন্দলোক ৩. জঙ্গুলে হস্তী ৪. পাহাড় ৫. ফুরসৎ ৬. অবয়ব ৮. বিদ্যুৎ ১১. কেউ ১৩. ঋণ ১৪. চিন্তা করা ১৫. চাকর ১৬. নোনতা স্বাদ ১৭. রগড় ১৮. উৎসাহযুক্ত ১৯. উৎসুক ২১. অনুমান ২৩. কুশ-ভ্রাতা

**সমাধান ১৩ — পাশাপাশি:** ১. বউ ৩. অবাধ ৭. নভস্থল ৮. সমর্পণ ১০. ভাদ্র ১২. জাগা ১৩. দম ১৫. কদম ১৬. ভার ১৭. সাজ ১৮. পলাশ ১৯. ইরা ২০. মান ২১. সাধ ২২. একতাল ২৪. কলরব ২৫. সাকিণ ২৬ তপ্ত

**ওপর-নিচ :** ২. উদাস ৪. বারণ ৫. অভদ্র ৬. হাল ৭. নভাগা ৯. মধ্যম ১১. টকদই ১২. জারজ ১৪. মহাশয় ১৬. ভাসান ১৮. পলতা ২০. মাধব ২১. সারথি ২২. একাকী ২৩. লজ্জিত ২৪. কর্ম

### আজকের দিন

■ **১৯৩৯** — আটলান্টায় মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র ‘গন উইথ দ্য উইন্ড’-এর প্রিমিয়ার হয়।

■ **১৯৯০** — চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তৃতীয় চুল্লি স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

■ **২০০১** — ১১ বছর ধরে সংস্কারের পর পিসার হেলানো টাওয়ার জনসাধারণের জন্য পুনরায় খুলে দেওয়া হয়।

### জন্মদিন

**১৯৩৫** *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী উষা মঙ্গেশকরের জন্মদিন।*

**১৯৭৬** *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় বাইচুং ভুটিয়ার জন্মদিন।*

**১৯৮৮** *বিশিষ্ট মহিলা কুস্তিগীর গীতা ফোগতের জন্মদিন।*

উষা মঙ্গেশকর

# গ্রামীণ এলাকায় একশ দিনের কাজের আইনের নাম পরিবর্তনেও অহেতুক বাঙালিবিদ্বেষী বিতর্ক

**স্বপনকুমার মণ্ডল**

**রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজির তিক্ততাও কম হয়নি । অথচ দুজনের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাও কম ছিল না। একজন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক,অন্যজন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ত্রাতা হিসাবে বরণীয়। অথচ মত ও পথে দুজনেই স্বতন্ত্র পথিক। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনা গান্ধীজির মনে ধরেনি। আবার গান্ধীজির আন্দোলন প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পায়নি। অথচ তারপরেও দুজনের মধ্যে শ্রদ্ধার সম্পর্ক আজীবন ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর দায়িত্ব গান্ধীজির উপরেই ন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন।**

বাঙালিবিদ্বেষী আতঙ্ক যে বাঙালিকে পেয়ে বসেছে,তা আজ ঘটনাপরম্পরায় প্রকট হয়ে উঠছে। বাংলার ভাষা থেকে বাংলার গান, বাঙালির আইকন থেকে বাঙালির অবদান সর্বত্র বাঙালিবিদ্বেষের ছায়া ক্রমশ বাঙালির মননকে আচ্ছন্ন করে তোলায় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তিত উদ্যোগেও বাঙালির মনে কু ডেকে ওঠে। সম্প্রতি একশ দিনের কাজের নাম পরিবর্তন করে তা নব রূপে পরিকল্পিত হয়েছে। সেখানে ১০০দিনের পরিবর্তে ন্যূনতম কাজের গ্যারান্টি ১২৫ দিন করা হয়েছে । আর ‘মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি’ (Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme বা চলতি কথায় ‘মনরেগা’) আইনকে ‘পূজ্য বাপু গ্রামীণ রোজগার যোজনা’ করার পরিকল্পনা চলছে । আর সেখানেই বাঙালিবিদ্বেষী ছায়া কায়া বিস্তার করেছে। এতে রাজ্যের শাসক দল তথা দেশের বিরোধী দল বহুল প্রচারিত আইনটির নাম পরিবর্তনের মধ্যে বাঙালির অবদানকে অস্বীকারের অভিযোগ তুলেছে। সেখানে গান্ধীজিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া ‘মহাত্মা’ নাম মুছে দেওয়ার আয়োজন মনে করা হচ্ছে । আতঙ্কগ্রস্ত হোক আর বাতিকগ্রস্তই হোক অথবা উদ্দেশ্য প্রণোদিতই হোক, তথ্যের বিকৃতি অস্বাভাবিক নয়। শুধু তাই নয়, সেখানে তথ্যগত সত্যের চেয়ে অনুমান বা ধারণাগত বিভ্রান্তির অবকাশ অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে তাই হয়েছে । গান্ধীজির ‘মহাত্মা’ নামটি সমধিক জনপ্রিয়তায় তাঁকে বেনামবাদশা করে তুলেছে। তাঁর কিংবদন্তিতুল্য জনপ্রিয়তায় সেই ‘মহাত্মা’র সুবিস্তৃত ঝটের মূলে আসল মূলটাই চিনে নেওয়াই দায়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বত্রবিস্তারী ব্যক্তিত্বে গান্ধীজিকে ‘মহাত্মা’ বলার মাহাত্ম্যও জুড়ে যায়। অথচ রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে ‘মহাত্মা’ তো বলেননি,উল্টে তা বলায় আপত্তি জানিয়েছেন স্বয়ং গান্ধীজির কাছেই।

আসলে গান্ধীজির জীবন বিতর্কে মোড়া। তাঁর মতো জনপ্রিয় নেতা কেউ নেই,বিতর্কেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর ঘটনাবহুল দীর্ঘ জীবনও ইতিহাস রঞ্জিত ঘটনাপ্রবাহ। সত্য ও অহিংসার ব্রতে আজীবন স্বনিয়ন্ত্রিত পথে হেঁটেছেন বলেই পাহাড়প্রমাণ ভুলের কথা স্বীকার করেও ‘আমার জীবনই আমার বাণী’কে মূর্ত করে তুলেছেন। সেখানে তাঁর অহিংস নীতি বিশ্ববন্দিত হলেও সাধারণ্যে ‘গান্ধীগিরি’তে রসিকতা নেমে এসেছে। শুধু তাই নয়,তাঁর সংগ্রামী জীবনেও অহিংস নীতির সহিংস প্রকৃতি বর্তমান। ১৯২১-এ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীজি স্বরাজ এনে দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, ‘যদি আমার আহ্বানে তোমরা সাড়া দাও,আমি প্রতিজ্ঞা করছি এক বছরের মধ্যেই তোমরা স্বরাজ লাভ করতে পারবে।’ গান্ধীজি তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পারেননি, একুশ বছর পরে তা আদায় করতেই সহিংস আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯৪২-এর আগস্টে ‘করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে’র ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন আজ ইতিহাস। অন্যদিকে তাঁকে নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নানাভাবেই মুখর। সেখানে রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি,আম্বেদকর,যোগেন মণ্ডল কে নেই! তারপরেও তিনি অবিসংবাদী জাতির জনক, অহিংসার মূর্ত প্রতীক । তাঁর চরকায় ভারত জেগে ওঠে, তাঁর চশমতাতেই স্বচ্ছ ভারত উঠে আসে । আবার তাঁর বিপুল গ্রহণযোগ্যতাই বিতর্ককে আমন্ত্রণ জানায়,তাঁর মহান আত্মত্যাগও প্রশ্নকে জিজ্ঞাসা করে তোলে । শুধু তাই নয়, বিতর্কের নানা পরতে তাঁর ‘মহাত্মা’ও প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়ায় ।

আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল্যায়ন নিয়ে উচ্চকিত ধারণাই অজান্তে আমাদের প্রশ্নহীন আনুগত্যের শিকার করে তোলে । সেখানে রবীন্দ্রনাথের শংসায় জনপ্রিয়তা লাভের সৌরভ শুধু বিমোহিত করে না, বিভ্রান্তিও ছড়ায়। এরকমই একটি বিভ্রান্তি গান্ধীজিকে নিয়েও প্রবহমান। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ ‘মহাত্মা’ বলেছেন, এরূপ ধারণা বিভ্রান্তিকর হলেও সাধারণ্যে প্রচার লাভ করে । একথা সাধারণ্যেই শুধু ছড়ায়নি, বইপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে ‘মহাত্মা’ বলেননিই শুধু নয়, তা নিয়ে তাঁকেই রীতিমতো প্রশ্ন করেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন নিতে কলকাতায় এসেছিলেন । সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে না শর্তে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনের দোতলায় তাঁদের সেই আলোচনা চলে প্রায় ঘণ্টাচারেক। এই আলোচনাতেই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে প্রসঙ্গ ক্রমে সরাসরি প্রশ্ন করেন,‘কিন্তু আপনি কি মহাত্মা?’ বেশকিছু কাল পরে রবীন্দ্রনাথ সেই অপ্রকাশ্যে থাকা সাক্ষাৎকারের কথা তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতনের রূপকার লেনার্ড এলমহার্স্টকে জানিয়েছিলেন । এলমহার্স্টের দিনলিপিতে লেখা সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ তাঁর ‘Poet and Plowman’(সেপ্টেম্বর ১৯৭৫) বইটিতে প্রকাশিত হয় । বইটি বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত । সেখানে গান্ধীজির দেশের জনগণের প্রতিমা বা প্রতীক হিসেবে দেওয়া ‘মহাত্মা’র কথা শুনে যে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হননি,তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট । তাঁর কথায়,’গান্ধীজি, আপনার দেশবাসীর সম্পর্কে এমন ধারণা কি সম্মানজনক, একে কি সৎ বলা যাবে ?’ অথচ জনমানসে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে ‘মহাত্মা’ বলেছেন বলে পূর্বের ধারণা এখনও প্রবহমান । এজন্য তা নিয়ে সত্যকে শুধু মেনে নেওয়াই নয়,প্রকাশের মাধ্যমে তা যাতে আর না ছড়ায়, সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন ।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজির তিক্ততাও কম হয়নি । অথচ দুজনের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাও কম ছিল না। একজন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক, অন্যজন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ত্রাতা হিসাবে বরণীয়। অথচ মত ও পথে দুজনেই স্বতন্ত্র পথিক। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনা গান্ধীজির মনে ধরেনি। আবার গান্ধীজির আন্দোলন প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পায়নি। অথচ তারপরেও দুজনের মধ্যে শ্রদ্ধার সম্পর্ক আজীবন ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর দায়িত্ব গান্ধীজির উপরেই ন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। আসলে গান্ধীজির ভাবমূর্তি যতই বিতর্কিত হোক,তাঁর জীবনাদর্শই তাঁকে মূর্তি থেকে প্রতিমায় পরিণত করেছে। সেখানে তাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বিতর্কের অবকাশ তৈরি করলেও সত্য ও অহিংসার যাপিত জীবনাদর্শে কটিবস্ত্রেই তিনি কোটি কোটি মানুষের পথচলার অগ্রদূত, অকুতোভয় জীবনবিভূতি।

*লেখক: প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়*

# কলকাতায় মেসি-আগমনে নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা, সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারালো ‘ফুটবলের মক্কা’

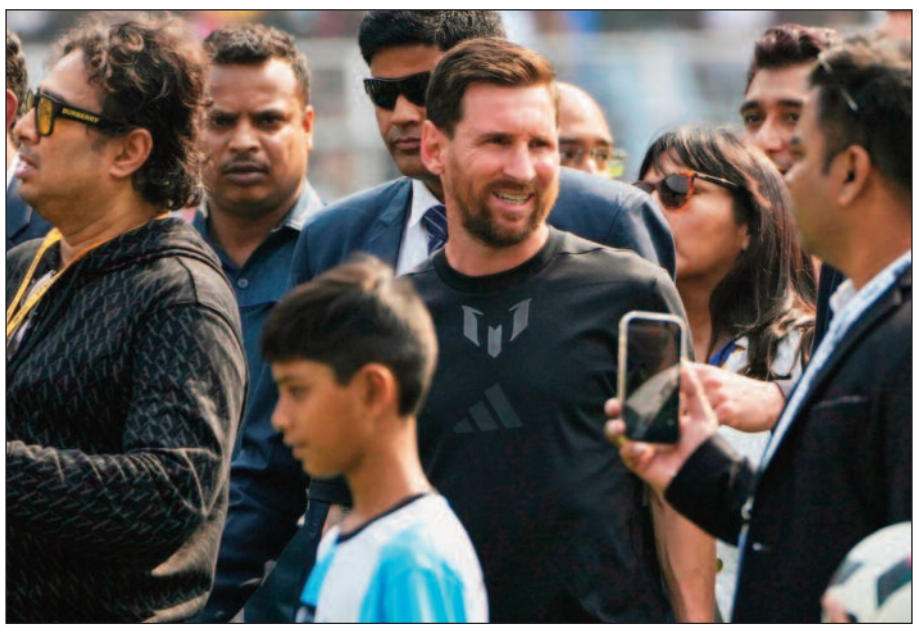

**শুভজিৎ বসাক**

সম্প্রতি কলকাতায় ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসির দ্বিতীয় আগমনকে কেন্দ্র করে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যে নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো, তা কেবল অনভিপ্রেত নয়, চরমভাবে অগ্রহণযোগ্য- যা নিয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী অবধি কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। এই ঘটনা আয়োজকদের অদক্ষতার এক নির্লজ্জ প্রকাশ, যার ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ‘ফুটবলের মক্কা’ হিসেবে পরিচিত কলকাতার ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর, ২০১১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর আর্জেন্টিনা বনাম ভেনেজুয়েলা ম্যাচে প্রথমবার কলকাতায় মেসির ফুটবল-শৈলী উপভোগের স্মৃতি এখনও ফুটবলপ্রেমীদের মনে অম্লান। সেই পটভূমিতে, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর দ্বিতীয় আগমনকে ঘিরে জনতার মধ্যে প্রত্যাশা ও উচ্ছ্বাস ছিল বাঁধভাঙা। যুবভারতীর গ্যালারিতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেছিলেন, যেখানে টিকিটের মূল্য ছিল ৪০০০ থেকে ১২০০০ টাকা পর্যন্ত। প্রতিটি দর্শকের একমাত্র প্রত্যাশা ছিল; মেসিকে কাছ থেকে একটিবার দেখা এবং তাঁর উপস্থিতিতে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তের সাক্ষী হওয়া।

কিন্তু বাস্তবে, সেই প্রত্যাশা নির্মমভাবে হতাশায় পরিণত হয়। মেসি মাঠে উপস্থিত ছিলেন মাত্র মিনিট দশেক, কিন্তু তাঁকে সর্বদা ঘিরে রেখেছিলেন রাজনীতিবিদ ও অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা। ভিভিআইপিদের সেই ভিড়ের কারণে সাধারণ দর্শকরা তাঁকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন না। এই বঞ্চনা থেকেই জন্ম নেয় প্রবল হতাশা ও আক্রোশ। পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ক্ষুব্ধ জনতা বোতল নিক্ষেপ করে, চেয়ার ভাঙচুর করে, এবং নজিরবিহীনভাবে খেলোয়াড়দের ডাগআউট পর্যন্ত ক্ষতির মুখোমুখি হয়। এই অরাজক পরিস্থিতি কেবল অনুষ্ঠানটিকে ব্যর্থ করে দেয়নি, বরং একটি আন্তর্জাতিক মানের ইভেন্টের জন্য অত্যন্ত জরুরি নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভঙ্গুরতাকেও প্রকাশ্যে এনেছে। এমন একটি বিশ্বমানের আয়োজনে দর্শক ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা ও সমন্বিত পরিকল্পনার চূড়ান্ত অভাব স্পষ্ট। পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তীতে আয়োজক সৎদ্রু দত্তকে পুলিশ আটক করলেও মূল প্রশ্নটি অমীমাংসিত থেকে যায়; এত বড় একটি ইভেন্টের আগে কেন যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়া হলো না? কেন দর্শকরা তাদের প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে ন্যূনতম দেখার সুযোগটুকুও পেলেন না?

এই ঘটনার গভীর প্রতিফলন সুদূরপ্রসারী। আন্তর্জাতিক মানের ইভেন্ট আয়োজন করতে হলে কেবল আবেগময় উচ্ছ্বাস যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন অবিচল প্রশাসনিক দক্ষতা যা নিয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং উষ্মা প্রকাশ করলেন এবং কঠোরতা অবলম্বন করলেন, একইসাথে আরও নিখুঁত হওয়া উচিৎ ছিল নির্ভুল দর্শক ব্যবস্থাপনা এবং কঠোর নিরাপত্তা পরিকল্পনা। মেসির আগমন কলকাতার জন্য বিশ্ব দরবারে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার এক সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কিন্তু সেই সুযোগকে আমরা বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনার কারণে হেলায় হারিয়েছি।

এই ব্যর্থতা শুধু দেশীয় সংবাদমাধ্যমেই নয়, আন্তর্জাতিক মহলেও গুরুতর সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। বিভিন্ন বিশ্বখ্যাত সংবাদমাধ্যম রিপোর্ট করে যে কলকাতার দর্শকরা হতাশ হয়ে চেয়ার ও বোতল ছুঁড়েছে। ফলস্বরূপ, কলকাতার নাম বিশ্ব দরবারে এক নেতিবাচক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। যে শহরকে আমরা গর্ব করে ‘ভারতের ফুটবলের মক্কা’ বলি, সেই শহরের এই অরাজকতা নিঃসন্দেহে মারাত্মক লজ্জাজনক। ভবিষ্যতে এমন ভুল শুধরে না নিলে, আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজনের ক্ষেত্রে কলকাতা আরও পিছিয়ে পড়বে এবং বিশ্ব দরবারে আমাদের ক্ষুণ্ণ হওয়া ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করা কঠিন হবে।

### চৌবাসর ২০

ডাচ শব্দ ব্যাঙ্কশাল মানে ইংরেজিতে মেরিন হাউস। ওই তল্লাটেই ছিল নৌ-কেন্দ্র। তা থেকেই নাকি কলকাতার ব্যাঙ্কশাল ভবন। কোর্ট, স্ট্রিট। আবার কেউ বলেন সংস্কৃত ‘বণিক শালা’ কথাটা অপভ্রংশে হয়েছে ব্যাঙ্কশাল। ১৯১৫ সালে সেখানকার প্রাচীন ভবনে শুরু হয় বিচারবিভাগীয় কাজ। — *কলমবীর*

### লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# ভোলানাথ ঘোষ ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তায় জেলা পুলিশ, ধৃত আরও ১

**নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি:** ভোলানাথ ঘোষ ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার জন্য বাড়িতে মোতায়েন করা হল পুলিশ কর্মী। বসিরহাট জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসিরহাট জেলা পুলিশ সুপারকে ধন্যবাদ জানালেন ভোলানাথ ঘোষ। পাশাপাশি ঘাতক ট্রাকের খালাসি গোলাম হোসেন মোল্লাকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। এই গ্রেপ্তারি নিয়ে গাড়ি দুর্ঘটনাকাণ্ডে গ্রেপ্তারির সংখ্যা দাঁড়ালো তিন।



দুর্ঘটনার পর থেকেই ভোলানাথ ঘোষ বারবার দাবি তুলে এসেছে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে খুন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। খুন করার পরিকল্পণা করেছে শেখ শাহজাহান। তাই তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। পাশাপাশি তিনি তদন্তের জন্য পুলিশ প্রশাসন ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরই ভরসা রাখছেন। এরপর তার বাড়িতে পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হল জেলা পুলিশের পক্ষথেকে। এই প্রসঙ্গে বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ডঃ মেহেদি রহমান হোসেন জানান, ভোলানাথ ঘোষ ও তাঁর পরিবার নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেছিলেন। তাঁর আবেদন মতো তাঁর বাড়িতে দুই জন পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ২৪ ঘণ্টার জন্য। এবং তিনি বিশেষ কারণে বাইরে গেলেও পুলিশ তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। পাশাপাশি পুলিশ সুপার জানান, দুর্ঘটনাকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও এফআইআর-এ এদের নাম নেই। তবুও তদন্তের স্বার্থে এদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। অন্যদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার নেজাট থানার বোয়ালমারিতে ১৬ চাকার ট্রাক ও চারচাকা গাড়ি দুর্ঘটনায় ভোলানাথ ঘোষ প্রাণে বেঁচে গেলেও তাঁর ছোট সত্যজিৎ ঘোষ, গাড়ি চালক শাহানুর মোল্লা মারা যান। ঘাতক ট্রাকের চালক আলিম মোল্লা-সহ ৮ জন এখনও পলাতক। কিন্তু সেই ট্রাকের খালাসি গোলাম হোসেন মোল্লাকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। রবিবার তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন। এই গ্রেপ্তারির পর দুর্ঘটনার তদন্ত অনেকটা কিনারা করতে পারবে বলে মনে করছে বসিরহাট পুলিশ জেলা।

গত বুধবার শেখ শাহজাহানের কেসের অন্যতম সাক্ষী ভোলা ঘোষের গাড়ির সঙ্গে সামনাসামনি ধাক্কা মারে একটি ১৬ চাকা ট্রাক। যার কারনে ভোলানাথ ঘোষের ছোট ছেলে এবং ভোলা ঘোষের গাড়ির চালকের মৃত্যু হয়। ভোলানাথ ঘোষ ও তার আরেক ছেলে গুরুতর আহত হয়। ঘটনার পরেই ভোলা ঘোষ এবং ভোলা ঘোষের ছেলে বারবার অভিযোগ তুলেছিল যে তাদেরকে খুন করার চেষ্টা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। তার কারণ ভোলা ঘোষ শেখ শাহজাহানের কেসের অন্যতম সাক্ষী। আর সেই কারণেই বসিরহাটের মহকুমা আদালতে আসার পথে যোল চাকা ট্রাক দিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তাদেরকে খুন করার চেষ্টা হয়। এই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ, পরিকল্পিত খুন নাকি দুর্ঘটনা। তারই মধ্যে রবিবার দেখা গেল তার বাড়িতে পুলিশি নিরাপত্তা। ভোলানাথ ঘোষ এর দাবি এখনও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তার কারণ-ঘাতক ড্রাইভার সহ যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল তারা সকলেই অধরা। তার আসা, পুলিশ তাদের ধরে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করলে তবেই তিনি ও তার পরিবার নিরাপদ হবে।



*সিউড়ি হেড পোস্ট অফিসে ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পোস্টাল এমপ্লয়িজ পোস্টম্যান ও এমটিএস গ্রুপ-সি বীরভূম শাখার ৩৬তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনী অনুষ্ঠানে সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন উদ্যোক্তারা।*

# বাংলা দখল করতে চেয়ে ন্যক্কারজনক কাজ করছে বিজেপি: ঋতব্রত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম:** মধ্যমগ্রাম শহর আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে রবিবার মধ্যমগ্রাম নজরুল শতবার্ষিকী সদনে অনুষ্ঠিত হল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কর্মী সম্মেলন। মধ্যমগ্রাম শহর আইএনটিটিইউসি'র নব নির্বাচিত সভাপতি সুকুমার মণ্ডলের নেতৃত্বে এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বারাসাত সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তথা বারাসাত পুরসভার উপ-পুরপ্রধান তাপস দাসগুপ্ত, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তথা বনগাঁ পুরসভার পুরপিতা নারায়ণ ঘোষ, দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তথা বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম, মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ-সহ অন্যান্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের শ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'বাংলা দখল করতে চেয়ে বিজেপি নক্কারজনক কাজ করছে। আর তার দোসর হয়ে কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। এত অল্প সময়ে এসআইআর মতো কাজ করা সম্ভব নয়। তার খেসারত দিতে গিয়ে



বিএলও'রা আত্মহত্যা করছে। বিজেপি অপপ্রচারে সাধারণ মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করছে। নির্বাচন কমিশনের হাতে বাংলার মানুষের রক্ত লেগে গেছে। বিজেপির দেশ বিরোধী ও দেশবাসীকে বঞ্চনা নীতি থেকে মুখ ঘোরাতেই এই স্বল্প সময়ে এসআইআর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলার মনীষীদের অপমান করে, বাংলা ও বাঙালিকে বঞ্চনা করে বাংলা দখল করা যাবে না। যারা এই বুদ্ধি বিজেপিকে দিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনের পরেই তাদের চাকরি যাবে।' কারণ চতুর্থ বারের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তা নিশ্চিত হয়ে গেছে বলে দাবি করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

# বর্ধমান সহযোদ্ধার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির

**প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

**পূর্ব বর্ধমান:** বর্ধমান সহযোদ্ধার উদ্যোগে এবং ক্যামরি মাল্টি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের সহযোগিতায় এবং বর্ধমান নেহেরু বিদ্যামন্দির হাই স্কুলের ব্যবস্থাপনায় বর্ধমান সহযোদ্ধার ১২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল। রবিবার বর্ধমান শহরের নেহেরু বিদ্যা মন্দির উচ্চ বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচির সঙ্গে বর্ধমান রাজ কলেজের এনএসএস বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যাপক ওম শঙ্কর দুবের পরিচালনায় সহযোগিতায় অংশ নেয়। এদিন প্রায় ৩০০জন স্কুলের ছাত্রছাত্রী-সহ সাধারণ মানুষেরাও তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। শুধু স্বাস্থ্য পরিক্ষা শিবির করেই থেমে থাকেননি তারা এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাস্তায় থাকা ভবঘুরেদের শিত বস্ত্র কম্বল বিতরন করেন তারা। প্রথম দিনে সংগঠনের অফিসে কেক কেটে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়। বর্ধমান সহযোদ্ধা প্রতিদিনি মানুষের পাশে থেকে বিভিন্ন সেবায় নিয়োজিত থাকে। কখনও অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন করানো, আবার কখন অভুক্ত মানুষকে আহার দিয়ে সহযোগিতা। বিভিন্ন সময় মানুষের পাশে থেকে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলছে বর্ধমান সহযোদ্ধা। এদিনের এই স্বাস্থ্য পরিক্ষা শিবিরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বর্ধমানের একটি বেসরকারী হাসপাতাল ক্যামরি মাল্টি স্পেশ্যালিস্ট হসপিটাল,ব্যাবস্থাপনায় নেহেরু বিদ্যামন্দির। বর্ধমান সহযোদ্ধার সভাপতি জগন্নাথ ভৌমিক জানান, 'মানুষের স্বাস্থ্যই হলো সম্পদ। স্বাস্থ্য যদি ভালো থাকে, আমরা সব রকম কাজ কর্ম করতে পারবো। তাই এই প্রতিষ্ঠা দিবসে স্বাস্থ্যর প্রতি আমরা গুরুত্ব দিয়ে স্বাস্থ্য শিবির করেছি।'

# শীত পড়তেই চুপি পাখিরালয়ে বেড়েছে পর্যটকদের ভিড়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী:** পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার পূর্বস্থলীর চুপি পাখিরালয় এক বিশেষ পর্যটন কেন্দ্র বলা যেতে পারে। এই পাখিরা লয়ে দেশ-বিদেশ থেকে বহু পর্যটক আসে বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখতে। এমনকি বিদেশ থেকেও এই পাখিরালয়ে আসেন বহু পর্যটক। ছাড়ি গঙ্গায় অবস্থিত এই পাখিরালয়। আর ছাড়ি গঙ্গায় থাকে বিভিন্ন ধরনের পাখি। এই পাখিদের ক্যামেরাবন্দি করতে পর্যটকদের ভিড় জমে সারা বছর। তবে শীতের মরশুমে পাখির সংখ্যা থাকে বেশি। বিদেশি ও ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা পর্যটকদের পাখি চেনানোর জন্য পাখিদের ইংরেজি নামও বলে দেয় অল্প শিক্ষিত মাঝিরা। আর এই নাম জানার পরেই মুগ্ধ হয় বিভিন্ন দেশ-বিদেশের পর্যটকেরা। নৌকার মাঝিদের দাবি এই পাখিরালয় বাঁচাতে প্রশাসনের কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এবং নৌকা



মাঝিদের আরও যদি কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। যাতে যে সমস্ত পাখি থাকে তাদের নাম ইংরেজিতে সহজেই পর্যটকদের বলতে পারেন মাঝিরা। সেই বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দিলে তারা অনেকটাই উপকৃত হবেন।

মাঝিরা জানিয়েছেন, পাখিরালয় কে ঘিরে পর্যটন শিল্প গড়ে ওঠায় একদিকে যেমন মাঝিদের রোজগার হোচ্ছে। তেমনই এলাকার ছোট ছোট ব্যবসায়ীদেরও রোজগার বেড়েছে।

# প্রতিবাদ সভা থেকে বিজেপিকে তীব্র খোঁচা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর



**নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর:** রবিবার ছিল পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রামনগর গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের

বিজেপির এসআইআর চক্রান্ত এবং ধর্মীয় মেরুকরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রতিবাদ পদযাত্রা। আর এদিনের এই বিক্ষোভ প্রতিবাদ পদযাত্রা থেকে গর্জে উঠলেন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

তিনি নিদান দেন, 'যতই করো এস আই আর তবুও ২৬ শের নির্বাচনে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা থেকে এক লক্ষ ভোটের ব্যবধানে ভারতীয় জনতা পার্টিকে হারাবো।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এদিন কেন্দ্রা অঞ্চলের রামনগর তিন নম্বর কোলিয়ারিতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা বিজেপির এসআইআর চক্রান্ত এবং ধর্মীয় মেরুকরণের বিরুদ্ধে একটি পদযাত্রা করেন এবং পদযাত্রার শেষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পাণ্ডবেশ্বর ব্লক সভাপতি কিরিটী মুখোপাধ্যায়, কেন্দ্রা অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি জীবন ধীবর, এছাড়াও তৃণমূলের যুব মহিলা নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা। এদিনের বিক্ষোভ প্রতিবাদ পদযাত্রায় উপস্থিত পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মন্তব্য করেন, 'দিল্লির বিজেপি সরকার বাংলায় এসআইআর নামক দৈত্যটিকে চাপিয়ে দিয়ে বাংলার মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করছে।' কিন্তু সেটা পারবে না, কারণ তিনি জানান 'বাংলার মাটি দুর্জয়ের ঘাঁটি।' এছাড়াও তিনি বলেন, 'বর্তমান তৃণমূল সরকার, জন্ম থেকে মৃত্যু, অন্নপ্রাশন থেকে বিবাহ অনুষ্ঠান মানুষের সুখ, দুঃখ সবেতেই মানুষের পাশে এতদিন থেকে এসেছে এবং আগামী দিনেও থাকবে, তাই বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টি যতই এসআইআর চক্রান্ত করুক এবং ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা করুক বাংলার মানুষ ছাব্বিশে ফের একবার দিদিকেই ক্ষমতায় আনবে।' এদিনের বিক্ষোভ প্রতিবাদ সভায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।


## নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড

CIN : L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস: "ঝিল মিল", সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ফোন: (০৩৩) ৬৫২১ ৫৫১৮/০৪
ই-মেল: niccopark@niccoparks.com ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

**ফিজিকাল শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা**

সকল শেয়ারহোল্ডারদের অবগত করা হচ্ছে যে, ২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 অনুসারে, কোম্পানি ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া কিন্তু ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া ভৌত শেয়ারের ট্রান্সফার ডিড পুনরায় নথিভুক্তির জন্য এককালীন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এই বিশেষ ব্যবস্থা ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য খোলা থাকবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই ব্যবস্থা চলাকালীন, সমস্ত পুনঃ নথিভুক্ত শেয়ারসমূহ শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) আকারে ইস্যু করা হবে।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তরের অনুরোধ কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিতে পারেন।
পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

| | |
|---|---|
| শ্রী রাহুল মিত্র<br>নোডাল অফিসার<br>কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার<br>নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লি.<br>'ঝিল মিল', সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০১০৬<br>ফোন : ০৩৩ ৬৫২১ ৫৫১৮/৫৫০৪<br>ইমেল : rahul@niccoparks.com | আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রা. লি.<br>রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)<br>১৫/সি, নরেশ মিত্র সরণি<br>(পূর্বতন বেলতলা রোড)<br>কলকাতা - ৭০০ ০২৬<br>ফোন : ০৩৩ ২৪১৯ ২৬৪১/২৬৪২<br>ইমেল : info@rdinfotech.net |

**নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড** -এর পক্ষে
স্বা/-
**রাহুল মিত্র**
**কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্ল্যায়ান্স অফিসার**
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪.১২.২০২৫



## ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

**Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305**

**E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-59 of 2025-2026 Dated 12.12.2025**

Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: wbtenders.gov.in, www.addaonline.in or ADDA office, Asansol.

**Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol**



## ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড

**CIN : L36900WB1952PLC020274**
**রেজি. অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬**
**ফোন : ০৩৩ ৪০৫৫৬৮০০; ফ্যাক্স ০৩৩-৪০৫৫৬৮৩৫**
**ইমেল : uchakravarty@wpil.co.in ; ওয়েবসাইট : www.wpil.co.in**

**শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি**

**ভৌত আকারে শেয়ারসমূহ এর স্থানান্তর অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তকরণ এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি**

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখের ২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, কোম্পানি ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া শেয়ার স্থানান্তরের অনুরোধগুলি পুনর্নথিভুক্তির জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা চালু করেছে এবং নথি/প্রক্রিয়ার ঘাটতির কারণে প্রত্যাখ্যাত/প্রত্যাবর্তন/পরিপূরণ করা হয়নি। বিশেষ ব্যবস্থাটি ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত খোলা রয়েছে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তরের অনুরোধগুলি কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, ৩৮৩, লেকস গার্ডেন, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০৪৫-এর কাছে জমা দিতে পারেন।
স্থানান্তরের জন্য পুনর্নথিভুক্ত করা শেয়ারগুলি এই ব্যবস্থা চলাকালীন শুধুমাত্র ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে প্রক্রিয়া করা হবে।

**ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড এর পক্ষে**
**স্বা/-**
**ইউ চক্রবর্তী**
**জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স) এবং কোম্পানি সেক্রেটারি**
**স্থান : কলকাতা**
**তারিখ : ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫**



## SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা

জীবনদীপ বিল্ডিং, ১২তম তল, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি - sbi.05171@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৩৫৩৯

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে **২০.০১.২০২৬** তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** মাধ্যমে।

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২০.০১.২০২৬**
**নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ**

| ক্রম নং | ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম | বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত | বকেয়া পরিমাণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি ১০ শতাংশ<br>গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **ঋণগ্রহীতা : শ্রী গৌরাঙ্গ রায়,** প্রযত্নে শ্রী রঞ্জিত রায়, দত্তপাড়া বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪৩২৩৫ | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাপ আনুমানিক ২.৩১ ডেসিমেল কমবেশি মৌজা : বনগাঁ, জেএল নং ২২৪, হাল জেএল নং ১১৬, দাগ নং ৮৪৯, খতিয়ান নং ২১৬২, নথিভুক্ত এলআর খতিয়ান নং ১৬০৪৬, ওয়ার্ড নং ১৬ বনগাঁ পুরসভা অধীন, থানা : বনগাঁ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, দলিল নং ১৪০৩, রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ২০, পৃষ্ঠা ৩০৭ থেকে ৩১৪ -২০০৭ সালের, এডিএসআর বনগাঁ। সম্পত্তি **শ্রী গৌরাঙ্গ রায়** পিতা প্রয়াত রঞ্জিত রায় এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে মালিকের নিজস্ব জমি; দক্ষিণে : শ্রী অজয় ভট্টাচার্যর সম্পত্তি; পূর্বে : সাধারণ চলার পথ; পশ্চিমে : শ্রী রমেন ঘোষের সম্পত্তি। **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।** | **৪৩.৭৭ লাখ টাকা ৩০.১১.২০২৫ অনুযায়ী** (চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহি পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট আদায়দানের নিট পরিমাণের পরবর্তী | ক) ৪১,৯৪,০০০.০০ টাকা<br>খ) ৪,১৯,৪০০.০০ টাকা<br>গ) ১০,০০০.০০ টাকা<br>যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৮৭৭৭৬৯২৮৪৬ |

**পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৯.১২.২০২৫ এবং ১৩.০১.২০২৬**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

**ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে**

তারিখ : ১৫.১২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া



## SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা

জীবনদীপ বিল্ডিং, ১২তম তল, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি - sbi.05171@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৩৫৩৯

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে **২০.০১.২০২৬** তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** মাধ্যমে।

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২০.০১.২০২৬**
**নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ**

| ক্রম নং | ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম | বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত | বকেয়া পরিমাণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি ১০ শতাংশ<br>গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **ঋণগ্রহীতা : শ্রী নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস, জামিনদাতা(গণ) :**<br>**ক) শ্রীনির্মল কুমার বিশ্বাস**<br>**খ) কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস**<br>**গ) শ্রী লক্ষ্মণ বিশ্বাস**<br>**ঘ) শ্রীমতি সুনীতি মন্ডল**<br>**ঙ) শ্রীমতি শিবানী চৌধুরী**<br>**সকলের ঠিকানা :** ১৫৪, দয়ানগর রোড, পো: কাশিম বাজার ,থানা: বহরমপুর, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪২১০২। | **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : ১) শ্রীনির্মল কুমার বিশ্বাস, ২) কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস, ৩) শ্রী লক্ষ্মণ বিশ্বাস, ৪) শ্রীমতি সুনীতি মন্ডল, ৫) শ্রীমতি শিবানী চৌধুরী, ৬) নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস।** সম্পত্তির বিস্তারিত : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জেএল নং ৯৭, জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা বহরমপুর, পো কাশিম বাজার, মৌজা খাগড়া, খতিয়ান নং আরএস ৬, এলআর ৭০২, নিউ এলআর ৭৩৭২-৭৩৭৮, প্লট নং আরএস ১৪৯৪, এলআর ২৬২০, শ্রেণি- ভবন এবং জমি, এরিয়া - ০.০৪৫ একর, **দলিল নং ১৩৯৯ তারিখ ১১.০৩.১৯৫৮,** বুক নং ১, ভল্যুম নং ২৪, পৃষ্ঠা ১৬৬ থেকে ১৬৭, রেজিস্ট্রিকৃত এস আর অফিস বহরমপুর সমীপে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : এন সি বিশ্বাসের লিজ সম্পত্তি; দক্ষিণে : সড়ক; পূর্বে : গোলাম সাহা এর সম্পত্তি এবং পুকুর; পশ্চিমে : নারায়ণ এবং দেবান জৈন এর সম্পত্তি। **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।** | **১০৩.০০ লাখ টাকা ৩০.১১.২০২৫ অনুযায়ী** (চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহি পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট আদায়দানের নিট পরিমাণের পরবর্তী | ক) ৫১,৭৫,০০০.০০ টাকা<br>খ) ৫,১৭,৫০০.০০ টাকা<br>গ) ১০,০০০.০০ টাকা<br>যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৮৭৭৭৬৯২৮৪৬ |

**পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৯.১২.২০২৫ এবং ১৩.০১.২০২৬**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

**ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে**

তারিখ : ১৫.১২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া



## সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত ভেহিকেলগুলির নিলামের ব্যবস্থা করেছে।

**ভেহিকেল বিক্রির জন্য**

১) মডেল নং : BOLERO CAMPER 4WD
ভেহিকেল নং : MZ05A3565
নির্মাণ বর্ষ : ২০১৮
সংরক্ষিত মূল্য : ২৬১৬৯৫.৯৮২৬

২) মডেল নং : INTRA_V50
ভেহিকেল নং : WB05A0517
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য : ৫৪৮৪৯১.৯০৫

৩) মডেল নং : INTRA_V30
ভেহিকেল নং : WB17N4070
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ৫৭৫০৪০.০৫

৪) মডেল নং : AL_3118
ভেহিকেল নং : WB29B6525
নির্মাণ বর্ষ : ২০১৮
সংরক্ষিত মূল্য : ৮০৮৫৫০.৩৪৬২

৫) মডেল নং : MAXTRUCK
ভেহিকেল নং : WB11F6143
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য : ৫৫৭৫০৫

৬) মডেল নং : CB_TIPR_SIGNA_4825
ভেহিকেল নং : WB53C5952
নির্মাণ বর্ষ : ২০২২
সংরক্ষিত মূল্য : ৩১১১৬১৫

৭) মডেল নং : CB_TIPPER_AL_5525
ভেহিকেল নং : WB53C6237
নির্মাণ বর্ষ : ২০২২
সংরক্ষিত মূল্য : ২৭৩৭৮০০

৮) মডেল নং : CB_MAXXHD_PICKUP
ভেহিকেল নং : WB136858
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ৬৪০২৪৯.৩৫

৯) মডেল নং : INTRA_V50
ভেহিকেল নং : WB05A2221
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য : ৫৭৮৩২২.৮১

১০) মডেল নং : CB_TIPPER_AL_5525
ভেহিকেল নং : WB57E8733
নির্মাণ বর্ষ : ২০২২
সংরক্ষিত মূল্য : ২৭৬২৮২১.৯১৩

১১) মডেল নং : MAXXI PICKUP
ভেহিকেল নং : WB137015
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ৬৩৭৭৮০

১২) মডেল নং : CB_MAXXHD_PICKUP
ভেহিকেল নং : WB11F9457
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ৬৫৭৮০০

১৩) মডেল নং : CB_AL_5525_FBT_BSVI
ভেহিকেল নং : WB57E9746
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য : ২০৫১৫৯৫

১৪) মডেল নং : TACEGOLD
ভেহিকেল নং : WB19L2851
নির্মাণ বর্ষ : ২০২২
সংরক্ষিত মূল্য : ৩২২৭০০.৮০০৫

১৫) মডেল নং : TACEGOLD
ভেহিকেল নং : WB894822
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ৪৩৫৯২৯.৬৫

১৬) মডেল নং : T_LPT1615
ভেহিকেল নং : WB23D6457
নির্মাণ বর্ষ : ২০১৬
সংরক্ষিত মূল্য : ৩৫৮০০০

১৭) মডেল নং : INTRA_V30
ভেহিকেল নং : WB11F6242
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য : ৫০৭৭৭৪.৭৩৫

১৮) মডেল নং : AL_GC3520
ভেহিকেল নং : WB39C2937
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য : ১৯৮৯০০০

১৯) মডেল নং : AL2516FBG
ভেহিকেল নং : WB39B0923
নির্মাণ বর্ষ : ২০১৫,
সংরক্ষিত মূল্য : ২৬৭০৪৯.৫৪৯২

২০) মডেল নং : ALU4220TAN
ভেহিকেল নং : WB39C1865
নির্মাণ বর্ষ : ২০২২
সংরক্ষিত মূল্য : ১৯৩৪৩৬১

২১) মডেল নং : TACEGOLD
ভেহিকেল নং : WB19L8839
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য : ৩৭৮১৬৪.৪৭৫

২২) মডেল নং : AL_3118
ভেহিকেল নং : WB29B6923
নির্মাণ বর্ষ : ২০১৮
সংরক্ষিত মূল্য : ৮২০১০১.০৬৫৫

দায়বদ্ধ :
**মেসার্স কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি,**
বিক্রয় অধীন "যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"। আগ্রহী পক্ষগণ তাদের কোটেশন দিতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে।

**কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি,**
**২২,ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল,**
**বি ব্লক, কলকাতা -৭০০০১৬**
**বা যোগাযোগ :**
**গৌতম সাহা : ৯৮৩৬১০৯৩১৭/**
**গৌরব সিংহ : ৯০৭৩৯৬৬৫০০**

# রাজা রামমোহনের জন্মভিটের সঙ্গে রেলপথ স্থাপনের উদ্যোগ পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়কের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** ভারতের প্রথম রেলযাত্রী রাজা রামমোহন রায়। অথচ তাঁর জন্মভিটের সঙ্গে কোনও রেল যোগাযোগ নেই। ভারতের স্বাধীনতার এতগুলো বছর কেটে গেলেও রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভিটে রেল যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত। তাই পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ ওই পবিত্র স্থানের সঙ্গে যাতে রেল যোগাযোগ হয়, সেই বিষয়ে আবেদন জানান ভারতের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষবের কাছে। পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি দাবি তুলে ধরেন। মূলত রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান খানাকুলের রাধানগরের সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিশেষ ভাবে আবেদন জানান। জানা গেছে, কয়েকদিন আগে তিনি দিল্লি গিয়ে রেল মন্ত্রীর কাছে এই আবেদন করেন।

প্রসঙ্গত, ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ তথা প্রথম রেলযাত্রী রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম হয় খানাকুলের রাধানগরে। স্বাভাবিক ভাবেই কয়েক দশক ধরে ওই স্থানের সঙ্গে রেলপথ স্থাপনের দাবি তোলেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশ। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। এবারে পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক নিজে উদ্যোগ নিয়ে রেল যোগাযোগের জন্য চেষ্টা করেন। একেবারে ভারতের রেলমন্ত্রীর কাছে দরবার করেন বিমানবাবু। এই বিষয়ে তিনি বলেন, 'দিল্লিতে ভারত সরকারের রেলমন্ত্রী অশ্বিণী বৈষ্ণব জির কাছে এবং রেল প্রতিমন্ত্রী রবনীত সিংয়ের সঙ্গে রসুলপুর-জঙ্গলপাড়া হল্ট স্টেশন নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়। ওনারা আশ্বস্ত করেছেন খুব শীঘ্রই জঙ্গলপাড়া হল্ট স্টেশনের কাজ শুরু হবে। সার্ভে হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় খুব শীঘ্রই রেলপথের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থানকে যুক্ত করার জন্য সার্ভে শুরু হবে।' সবমিলিয়ে এখন দেখার বিধায়কের চেষ্টা কবে বাস্তবায়িত হয়।

## পঞ্চায়েতের প্রধান বাংলাদেশি

# জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলি:** তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পূর্বস্থলী-২ ব্লকের মেড়তলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সন্তোষী দাসের নাগরিকত্ব নিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, পঞ্চায়েত প্রধান আদতে ভারতীয় নাগরিক নন। বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে জাল নথির মাধ্যমে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এই মর্মে কালনা মহকুমা শাসক ও জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে।

অভিযোগকারীদের বক্তব্য, সন্তোষী দাসের রেশন কার্ড সংক্রান্ত তথ্যেই একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে। জানা গিয়েছে, তাঁর রেশন কার্ড তৈরি হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা-২ ব্লকের আন্দুলবেড়িয়া-১ পঞ্চায়েতের কুলতারিয়া এলাকায়। ওই রেশন কার্ডে তাঁর বাবার নাম দেওয়া রয়েছে মন্টু সরকার হিসেবে, কিন্তু পরিবারের প্রধান হিসেবে দেখানো হয়েছে পঙ্কজ বাড়ুই নামের এক ব্যক্তিকে। আরও বিস্ময়ের বিষয়, রেশন কার্ড অনুযায়ী মাত্র ১২ বছর বয়সেই ওই নথি তৈরি হয়েছিল বলে দাবি করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা গৌতম মণ্ডল ও প্রণব ঘোষ জানান, তাঁরা বেলডাঙা এলাকায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, রেশন কার্ডে উল্লেখিত ঠিকানায় ওই নামে কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। তাঁদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধান ও তাঁর স্বামী-শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা ২০১০ সালের পর বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন এবং পরে জাল নথি তৈরি করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। অভিযোগকারীদের দাবি, মুর্শিদাবাদ জেলায় রেশন কার্ড সংক্রান্ত নথি তদন্ত হলেই সমস্ত তথ্য সামনে আসবে। এ বিষয়ে কালনার মহকুমা শাসক অহিংসা জৈন বলেন, 'অভিযোগের বিষয়টি আমার কানে এসেছে। বিডিও-র সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্ত করা হবে।' অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মেড়তলা পঞ্চায়েতের প্রধান সন্তোষী দাস। তাঁর বক্তব্য, 'যেখানে যা দেখানোর প্রয়োজন, সেখানেই আমি নথি দেখাবো। আমার সমস্ত কাগজপত্র বৈধ। রেশন কার্ডে যাঁকে পরিবারের প্রধান হিসেবে দেখানো হয়েছে, তিনি আমার বাবার মামার ছেলে।' যদিও প্রশ্ন উঠছে, বাবার মামার ছেলের নাম কীভাবে পরিবারের প্রধান হিসেবে রেশন কার্ডে অন্তর্ভুক্ত হল। এছাড়াও, প্রধানের বাবার বর্তমান ঠিকানা সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য দিতে না পারায় সন্দেহ আরও ঘণীভূত হয়েছে। পঞ্চায়েতের বিরোধী বিজেপি সদস্য সোনাচাঁদ রাহা বলেন, 'প্রধান বাংলাদেশি, এই কথা এলাকায় অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। আমাদেরও প্রশ্ন, বিদেশি নাগরিক হলে তিনি কীভাবে নির্বাচনে দাঁড়ালেন?' এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ বেলডাঙা এলাকায় সরেজমিন তদন্তের দাবি জানিয়ে প্রশাসনের উপর চাপ বাড়াচ্ছেন। এখন প্রশাসনিক তদন্তেই স্পষ্ট হবে, এই অভিযোগের বাস্তবতা কতটা এবং পঞ্চায়েত প্রধানের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিতর্ক কোন দিকে মোড় নেয়।

*পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন সংগঠনের সহযোগী সংগঠন প্রগ্রেসিভ ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের দ্বি-বার্ষিক বীরভূম জেলা সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী। রবিবার সিউড়ি রামকৃষ্ণ সভাগৃহে দ্বি-বার্ষিক জেলা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়-সহ সংগঠনের প্রতিনিধিরা।*

*রবিবার সন্ধ্যায় বিডি মডেল স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের বিডিও ইশিকা দাসকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর মদনমোহন মণ্ডল। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন অতিথিরা। পরে ছাত্রদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।*

# মতুয়াদের নাগরিকত্বের প্রলোভন দেখিয়ে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা: সেলিম

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** মতুয়াদের নাগরিকত্বের প্রলোভন দেখিয়ে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ দুর্গাপুরে নরেন্দ্র মোদিকে তীব্র আক্রমণ মহম্মদ সেলিমের। এসআইআর আবহে নদিয়ার তাহেরপুরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভার আগেই নরেন্দ্র মোদিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি অভিযোগ করেন, মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে।

'কাজ বাঁচাও, শিল্প বাঁচাও, বাংলা বাঁচাও', এই বার্তাকে সামনে রেখে জেলা জুড়ে বামেদের জাঠা চলছে। রবিবার দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীতে এক জনসভায় যোগ দিয়ে মহম্মদ সেলিম বলেন, 'তাহেরপুরে আসার আগে প্রধানমন্ত্রীর ওড়িশায় যাওয়া উচিত ছিল। সেখানে হিন্দু উদ্বাস্তুদের বাড়িঘর পোড়ানো হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'তাহেরপুরে আসছেন কারণ সেখানের পুরসভা সিপিএমের দখলে। লাল হাটানোর চেষ্টা করতেই এই সফর। বিজেপি এখন ক্ষতির খাতায়। বিহারে ভোটে জেতার পর বুলডোজার রাজনীতি চলছে। বাড়িঘর ভাঙা ও জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' কলকাতার যুবভারতীতে মেসির আগমন ঘিরে সাম্প্রতিক বিশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে সেলিম বলেন, 'বাম আমলে মারাদোনা এসেছিলেন, তখন কোনো ঘটনা ঘটেনি। এখন নানা ঘটনা ঘটছে। শুধু শতদ্রু নয়, আরও অনেকে জড়িত।'

# সরস্বতী আরাধনার খুঁটিপুজোর উদ্বোধন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** খুঁটি পুজোর মাধ্যমে শুভ সূচনা হল দুর্গাপুর ইস্পাতপল্লী নেতাজি ক্লাবের ১৯তম বর্ষের সরস্বতী পুজোর। রবিবার সকালে মন্ত্রোচ্চারণ ও ঢাকের তালে অনুষ্ঠিত হয় এই খুঁটি পুজো। এবছর পুজোর থিম 'রহস্যময়ী মুখোশ' এবং প্রতিমার নাম 'কিউট সরস্বতী'। আগামী ২১ জানুয়ারি জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পুজোর শুভারম্ভ হবে। পুজোর ক'দিন থাকছে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সামাজিক কর্মসূচি ও শিশুদের জন্য বিশেষ আয়োজন। ক্লাবের সদস্য স্বাধীন ঘোষ জানান, প্রতিবছরের মতো এবছরও ইস্পাতপল্লী নেতাজি ক্লাব ব্যতিক্রমী থিম ও বিশেষ চমক নিয়ে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করছে। অনুষ্ঠানে ক্লাবের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

# 'সকলের সুস্বাস্থ্যই অঙ্গীকার, অভিষেকের সেবাশ্রয়ই ভরসা'

## কিস্তিমাত বাঁকুড়ার কৃতী ডা মনবুর আলির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পাত্রসায়ের:** সেবাশ্রয় একটি মানবিক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি, যা অসহায় ও আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের কাছে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত এই কর্মসূচি সাড়া ফেলেছে পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটা কোনায়। সেবাশ্রয়-১-এর মাধ্যমে ১২.৫ লক্ষ মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার ঐতিহাসিক সাফল্যের পর, নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছে সেবাশ্রয়-২। এই সেবাশ্রয়-২ এর মাধ্যমে আরও নতুন করে অনেক সাধারণ মানুষ সুবিধা পেতে চলেছেন। সেবাশ্রয়-২ এর পথচলা শুরু হয়েছে ১ ডিসেম্বর মহেশতলা থেকে। এরপর এই শিবির চলছে মেটিয়াবুরুজ, বজবজ, বিষ্ণুপুর, সাতগাছিয়া ও ফালতার মতো একের পর এক বিধানসভা কেন্দ্রে। আগামী ২৮শে জানুয়ারি ডায়মন্ড হারবারে এই পর্যায়ের সেবাশ্রয় শিবিরের মহাসমাপ্তি হবে। সফলভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ ভাবেই চলছে সেবাশ্রয় শিবির। এই সেবাশ্রয় শিবিরে সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন ডা. মনবুর আলি,বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়র ব্লকের প্রত্যন্ত আলীপুর গ্রামের সন্তান। প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে তিনি চিকিৎসা পেশায় নিজের স্বীকৃতি অর্জন করেছেন এবং আজ কলকাতার বুকে সফলভাবে মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে ডা. মনবুর আলি নিষ্ঠার সঙ্গে মানবসেবা এবং স্বাস্থ্যসেবার গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছেন। ডা মনবুর আলির এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সমাজের সকল স্তরের মানুষজন।

# যাদব জাতির জেলা সম্মেলন বাঁকুড়ায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** সাড়ম্বরে বাঁকুড়া জেলার যাদব জাতির ৪৮তম জেলা সম্মেলন পালিত হল মেজিয়া থানার নন্দনপুরে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ব্লক থেকে যাদবের বিভিন্ন নেতৃত্ববৃন্দ নেত্রীবৃন্দ ও ভাইবোনেরা। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতীকৃতিতেমাল্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। পরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অংশগ্রহণ করে প্রায় হাজার দশেক যাদব সম্প্রদায়ের মানুষ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় যাদব সভার সভাপতি ডাক্তার স্বপন ঘোষ, বঙ্গীয় জনসভার সভাপতি সঞ্চান ঘোষ এবং বিভিন্ন ব্লক থেকে যাদব নেতৃত্ববৃন্দ এবং সাধারণ যাদব ভাই ও বোনেরা। এই সম্মেলনে মঞ্চ থেকে আগামী ২ বছরের জন্য বাঁকুড়া জেলা যাদব সভার কমিটি গঠন করা হয়। এই মঞ্চ থেকে উন্নয়নের জন্য উন্নয়নের জন্য যাদব উন্নয়ন পরিচয় গঠন এবং শূন্য আদমসুমারিতে জাতিভিত্তিক লোক গণনা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যেদিন মেজিয়া নন্দনপুরের আকাশ বাতাস জয় যাদব জয় মাধব ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। সোনামুখী ব্লক যাদব সভার সভাপতি আনন্দময় ঘোষ বলেন, 'আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশধর। আমাদের জাতি শিক্ষা দীক্ষা ধৈর্য্য বীরত্বে কোন অংশে কম নয়। আজ আমাদের ৩০তম জেলা সম্মেলনে পার্টির উন্নয়নের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আলোচনা হয়। আগামী দু বছরের জন্য জেলা কমিটিও নির্বাচিত হল। জেলা কমিটির সভাপতি হলেন মধুসূদন ডাঙর এবং সম্পাদক অরুন মণ্ডল।'

# ৪৪টি মোবাইল উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** বিভিন্ন সময়ে কাঁকসা থানা এলাকা থেকে বিভিন্ন ব্যক্তির হারিয়ে যাওয়া এবং চুরি হয়ে যাওয়া ৪৪ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করল কাঁকসা থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলি 'ফিরে পাওয়া' কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকৃত মোবাইল মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা থানার আইসি প্রসূন খাঁ। এছাড়াও ছিলেন কাঁকসা থানার পুলিশ আধিকারিকরা। এবং কাঁকসা থানার সাইবার বিভাগে দায়িত্বে থাকা পুলিশ আধিকারিক শুভেন্দু হাতি। কাঁকসা থানার আইসি প্রসূন খাওয়া জানিয়েছেন, ফিরে পাওয়া কর্মসূচির মাধ্যমে প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে তারা বিভিন্ন ব্যক্তির হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়া মোবাইল ফোনের মালিকদের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মোবাইল ফোনগুলি উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেন। এর আগেও বহুবার তারা বিভিন্ন জনের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করেছিলেন। তবে এদিন একসাথে ৪৪টি মোবাইল তাঁরা উদ্ধার করতে পেরেছেন। যার মধ্যে কিছু মোবাইল ফোন ভিন রাজ্য থেকেও উদ্ধার করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল পুনরায় ফিরে পেয়ে খুশি গুসকরায় গিয়েছিলেন ডলি বেগম। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে বড়া চৌমাথায় একটি দোকান থেকে ৩৫ টাকা দিয়ে একটি লটারির টিকিট কেনেন তিনি। নিয়তি যেন সেদিনই অপেক্ষা করছিল। ফলাফল ঘোষণার পর জানতে পারেন, সেই সামান্য টিকিটই তাঁকে এনে দিয়েছে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। ডলি বেগমের স্বামী মফিজুল পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। সীমিত আয়ে সংসার চালিয়ে এক ছেলে ও এক মেয়েকে বড় করছেন তাঁরা। নিজেও সেলাইয়ের কাজ করে পরিবারের আয়ে সামান্য হলেও হাত বাড়ান ডলি। প্রতিদিনের সংগ্রাম, অভাবের সঙ্গে লড়াই, সবকিছুর মধ্যেই ছিল তাঁদের জীবন। হঠাৎ এই সাফল্যে আবেগে আপ্লুত ডলি বেগম। চোখে জল নিয়ে তিনি জানান, 'এই টাকা দিয়ে কিছু জমি কিনতে চাই। আর সবচেয়ে বড় স্বপ্ন, ছেলে-মেয়েদের ভালো করে পড়াশোনা করানো, যাতে ওরা মানুষের মতো মানুষ হতে পারে।' এক মুহূর্তে ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাওয়ায় খুশির জোয়ার বইছে বেলাড়ি গ্রামে। প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনেরা ভিড় জমাচ্ছেন ডলি বেগমের বাড়িতে। সাধারণ এক গৃহবধূর ভাগ্য বদলে যাওয়ার এই গল্প এখন গোটা এলাকায় অনুপ্রেরণার নাম। ৩৫ টাকার টিকিটে সত্যিই বদলে যেতে পারে জীবনের মানচিত্র।

# গুগল ম্যাপ দেখে ধানবাদ থেকে বাঁকুড়া ফেরার পথে বিপত্তি, পুড়ে ছাই গাড়ি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** বাড়ি ফেরার সময় গুগল ম্যাপ দেখে বাড়ি ফেরাই হল কাল! আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল বহুমূল্যবান থর গাড়ি। আগুন নেভাতে না পেরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোটা গাড়ি জ্বলতে দেখেন গাড়ির মালিক দেবজ্যোতি মুখার্জি ও তাঁর সঙ্গে থাকা যুবতী দোয়েল মুখার্জি।

দোয়েল মুখার্জি জানিয়েছেন, তাঁরা দু'জনে গাড়ি করে শনিবার রাতে ধানবাদ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বাঁকুড়া যাওয়ার সময় রানিগঞ্জের কাছে রাস্তায় যানজট থাকায় তারা গাড়ি ঘুরিয়ে দুর্গাপুর হয়ে বাঁকুড়া যাওয়ার কথা ছিল। গাড়িতে গুগল ম্যাপ অন করা ছিল। সেইমত তারা ম্যাপ দেখে যাচ্ছিলেন। এরপরেই রাস্তাটি একটি জঙ্গলের দিকে দেখায়। তারা অনুমান করেন হয়তো শর্ট রাস্তা হবে। সেই মত এগোতেই তারা দেখেন রাস্তা শেষ। রাস্তাটি পুকুরে গিয়ে শেষ হোচ্ছে। বাধ্য হয়ে গাড়ি ঘোড়াতে গিয়ে গাড়ির চাকা গর্তে পড়ে যায়। তারা ভাবেন থার গাড়ি। উঠে যাবে জোর করে উঠাতে গিয়ে গাড়ির নিচ থেকে অয়েল লিক করে। এদিকে গাড়ির ইঞ্জিন গরম ছিল। হঠাৎ গাড়িতে ধোঁয়া বের হতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যেই গাড়িতে আগুন ধরে যায়। তড়িঘড়ি দুইজনেই গাড়ি থেকে নেমে যায়। শীতের রাতে আশেপাশে ডাকাডাকি করেও কারোর সাহায্য পাওয়া যায় নি। আগুন জ্বলতে দেখে পাশের একটি বেসরকারি কারখানার নিরাপত্তা রক্ষীরা তাদের কারখানার ভিতরে নিয়ে গিয়ে পুলিশকে খবর দিলে। কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তিনি

বলেন, গুগল ম্যাপ দেখে অনেক সময় অনেকেই বিপদে পড়েন শুনেছিলেন। এবার সেই বিপদের মধ্যে তারা পড়লেন। তাই গুগল ম্যাপ না দেখে রাস্তায় গাড়ি চালানোর জন্য সকলকে পরামর্শ দেন তিনি। যদিও এই ঘটনায় তারা থানায় কোনো অভিযোগ জানায় নি বলে জানিয়েছেন। এদিকে রবিবার সকাল থেকে জঙ্গলের মধ্যে পুড়ে যাওয়া দামি গাড়ি পরে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়ায় কাঁকসার বামুনাড়া গ্রামে। গ্রামবাসীরা গাড়ির মালিক বা কাউকে দেখতে না পেয়ে তারা মনে করেন, কেউ হয়তো অপরাধ করে গাড়িটিকে নিয়ে এসে জঙ্গলের ভিতরে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই বিষয়ে এলাকার মানুষ পুলিশের নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানান।

# হোটেল মালিকের পাঁচিল ভেঙে কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** পানাগড়ে এক হোটেল ব্যবসায়ীর হোটেলের এক পাশের সীমানা পাঁচিল ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠল কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ পিরু খানের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে রবিবার সকাল থেকে উত্তেজনা ছড়ায় পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় এলাকায়।

জানা গিয়েছে, পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় এলাকায় বহু বছর ধরে একটি হোটেল রয়েছে। সেই হোটেলের একদিকে রয়েছে একটি জলাশয়। সেই জলাশয়ের পাড়ে পাঁচিল তোলেন হোটেল মালিক গৌতম ধীবর। গৌতম ধীবর কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, গত ১২ ডিসেম্বর পিরু খান ও তার দলবল তার হোটেলের এক পাশের নির্মীয়মান সীমানা পাঁচিলটি ভেঙে দেয় এবং হোটেলের কর্মীদের মারধর করে এবং জিনিসপত্র নষ্ট করে দিয়ে চলে যায়। রবিবার সকাল থেকে সেখানে ফের পাঁচিল নির্মাণের কাজ শুরু হলে পিরু খান ও তার দলবল গিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়। ঘটনায় বিচার চেয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন হোটেল মালিক গৌতম ধীবর। যদিও গৌতম ধীবরের অভিযোগ অস্বীকার করে কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূল নেতা পিরু খান দাবি করেছেন,গৌতম ধীবর নামের হোটেল মালিক তাঁর জমি দখল করে পাঁচিল নির্মাণ করছিলেন। হোটেলের পাশে জলাশয়ে তারও অংশ রয়েছে। এছাড়াও হোটেলের সামনে পূর্ত দপ্তরের জমি দখল করার অভিযোগ তুলেছেন হোটেল মালিকের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি তিনি হোটেল মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। এর আগেও বনকাটি এলাকায় জলাশয় ভরাট করে বন জমি দখল করার চেষ্টা করছিলেন। ওই হোটেল মালিক একজন সমাজ বিরোধী বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। কাঁকসা থানার পুলিশ দুই পক্ষের কাছে জমির নথিপত্র নিয়ে থানায় আসতে বলে ও আপাতত কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে যায়। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা।

# বাউল শিল্পী সুবল সরকারের স্মৃতিতে স্মরণসভা জয়দেবে

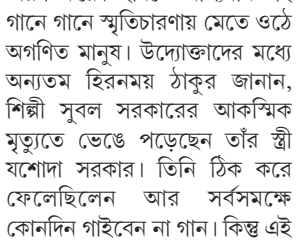

**নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়দেব:** স্বনামধন্য বাউল শিল্পী যশোদা সরকার এবং সহজ মানুষ সেবাশ্রমের ভক্তদের উদ্যোগে বীরভূমের জয়দেব ধামে শিল্পীর নিজের হাতে তৈরি করা সহজ মানুষ সেবাশ্রমে রবিবার শিল্পীর স্মৃতিতে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গত দোসরা ডিসেম্বর কাঁকসার বিদ বিহারের অজয় পল্লির নিজের বাড়ি থেকে সুবল সরকারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। স্বনামধন্য বাউল শিল্পী যশোদা সরকারের স্বামী সুবল সরকার। সুবল বাবুও বাউল জগতের অন্যতম জনপ্রিয় একটি নাম। তিনি বাউল গান লিখতেন এবং সুরও দিতেন। এদিন স্মরণ সভায় অগণিত ভক্তসহ কয়েক হাজার অনুরাগী ভিড় করে জয়দেবে তার আশ্রমে। আর কয়েকদিন পরে শুরু হবে, জয়দেবের মেলা। কিন্তু তার আগে স্মরণ সভায় আসা প্রত্যেকে চোখের জলে শিল্পীকে স্মরণ করে। ছবিতে মাল্যদান সহ গানে গানে স্মৃতিচারণায় মেতে ওঠে অগণিত মানুষ। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম হিরনময় ঠাকুর জানান, শিল্পী সুবল সরকারের আকস্মিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন তাঁর স্ত্রী যশোদা সরকার। তিনি ঠিক করে ফেলেছিলেন আর সর্বসমক্ষে কোনদিন গাইবেন না গান। কিন্তু এই স্মরণ সভায় আশা প্রত্যেকের অনুরোধে যশোদা সরকার তার স্বামীর ফেলে যাওয়া অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে উঠবেন মঞ্চে। এটাই হলো এই স্মরণ সভার পাওনা।

# সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত তৃণমূল নেতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না:** সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন মেমারি শহর যুব তৃণমূলের সভাপতি ফারুক আবদুল্লা-সহ ৪ জন। ঘটনাটি ঘটে বর্ধমান আরামবাগ রাজ্য সড়কে রায়নার মীরেপোতা বাজার এলাকায়। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, একটি চার চাকা গাড়ি করে আরামবাগ যাচ্ছিলেন যুব তৃণমূল সভাপতি-সহ আরও তিনজন। মীরেপোতা বাজার এলাকায় একটি গাড়িকে অতিক্রম করতে গিয়ে চারচাকা গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। রাস্তার ধারে ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের সামনে রাখা একটি বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। তারপর কালভাটে গিয়ে ধাক্কা মারে। গাড়ির সামনের অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গাড়িতে থাকা চালক-সহ তিনজনের আঘাত লাগে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনার জেরে সড়কে বেশ কিছুক্ষণ যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে ও বাইক টিকে অন্যত্র সরিয়ে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

## ৩৫ টাকার টিকিটে বদলে গেল ভাগ্য!

# লটারিতে কোটিপতি আউশগ্রামের ডলি বেগম

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম:** মাত্র ৩৫ টাকার একটি লটারির টিকিট। আর তাতেই বদলে গেল জীবনের সমস্ত হিসেব। পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানার অন্তর্গত বিল্লগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলাড়ি গ্রামের গৃহবধূ ডলি বেগম এক কোটি টাকার লটারির পুরস্কার জিতে কোটিপতি।

জানা গিয়েছে, সম্প্রতি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে

# ইহুদিদের উৎসবে এলোপাথাড়ি গুলি, হত আততায়ী-সহ ১০, নিন্দা মোদীর

**সিডনি, ১৪ ডিসেম্বর:** সিডনির ভিড়ে ঠাসা বন্ডাই সৈকতে রবিবার সন্ধ্যায় (স্থানীয় সময়) চলল এলোপাথাড়ি গুলি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৯ জন। আহত দুই পুলিশকর্মী-সহ প্রায় ১২ জন। পুলিশের গুলিতে নিহত এক আততায়ী। অন্য এক আততায়ীকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, আততায়ীদের মধ্যে একজন ২৪ বছরের নাভিদ আক্রম। বলা বাহুল্য, মুসলিম ধর্মাবলম্বী দুষ্কৃতীর ইহুদিদের উৎসবে হামলার চালানোর বিষয়টি স্পষ্ট হতেই ঘটনা অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। পুলিশ স্পষ্ট করেছে, এটি ছিল সন্ত্রাসবাদী হামলা। নাভিদ কি হামাসের সঙ্গে যুক্ত? পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর অকুস্থলের কাছে একটি গাড়ি থেকে কিছু বিস্ফোরকও উদ্ধার হয়েছে, যা আততায়ীদেরই বলে মনে করা হচ্ছে।

সৈকতে বাচ্চাদের পার্কের কাছে হানুক্কাহ উৎসব পালন করা হচ্ছিল। সেখানে ইহুদিদের লক্ষ্য করেই চলে গুলি। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজ। তিনি জানিয়েছেন, নিউ সাউথ ওয়েলস প্রিমিয়ারের (এই প্রদেশের অন্তর্গত সিডনি) সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেছেন। পুলিশ নিজের কাজ করছে। অস্ট্রেলিয়ার বন্ডাই সৈকতে এই সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, 'অস্ট্রেলিয়ার বন্ডাই সমুদ্র সৈকতে ইহুদিদের উৎসব হানুক্কাহের প্রথম দিন উদযাপনকারী লোকজনকে লক্ষ্য করে চালানো ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে, আমি যাঁরা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, এমন পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। এই শোকের মুহূর্তে আমরা অস্ট্রেলিয়ার জনগণের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছি। সন্ত্রাসবাদের প্রতি ভারতের শূন্য সহনশীলতা রয়েছে এবং সন্ত্রাসবাদের সকল রূপ এবং প্রকাশের বিরুদ্ধে লড়াইকে সমর্থন করে।'

সিডনি পুলিশ মনে করছে, এটি সাধারণ বন্দুকবাজের হামলা নয়, বরং পরিকল্পিত সন্ত্রাসবাদী হামলা। ইজরায়েল-হামাস দ্বন্দ্বের মধ্যে ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদি হামলা চালানো হয়েছে। বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রম থাকত শহরের বন্নিরিগে। সেখানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। নাভিদ আক্রম কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্য কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া মারফত জানা গিয়েছে, আদতে পাকিস্তানের লাহোরের বাসিন্দা নাভিদ। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা একটি ছবিতে তাঁকে পাকিস্তানি ক্রিকেট দলের জার্সিতেও দেখা গিয়েছে।

# কংগ্রেসকে সমালোচনায় বিঁধলেন সম্বিত, আক্রমণ শাহনওয়াজেরও

**নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর:** ফের কংগ্রেসের সমালোচনায় সরব সম্বিত পাত্র, বিঁধলেন একাধিক ইস্যুতে। কংগ্রেসের সমালোচনা করে রবিবার বিজেপি সাংসদ তথা দলের জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেছেন, 'কংগ্রেস রামলীলা ময়দানে ভোট চুরির বিরুদ্ধে একটি সমাবেশ করছে। বলা হচ্ছে, কংগ্রেস শাসিত অন্যান্য রাজ্য থেকেও মানুষ আসছে। আশ্চর্যজনকভাবে, সংসদে আলোচনার পরেও, কংগ্রেস এই সমাবেশ করছে। এই একই কংগ্রেস এসআইআর নিয়ে আলোচনার জন্য সংসদে একটি আবেদন জমা দিয়েছিল। সংসদে সকলেই নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছিলেন এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও তাঁদের উত্তর দিয়েছিলেন। একজন ব্যক্তি যিনি সর্বদা টি-শার্ট পরে থাকেন, সেদিন খাদির উপর বক্তৃতা দেন এবং তা থেকেই তাদের আসল রূপ উন্মোচিত হয় এবং তারা এসআইআর সম্পর্কে একটি গল্প তৈরি করে।'

সম্বিত আরও বলেন, 'তারা পুরো গল্পটি তৈরি করে এবং যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একে একে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট প্রতিক্রিয়া দেন, কংগ্রেস দল সমস্ত বিষয় সম্পর্কে শুনেছিল। যখন তারা তেলেঙ্গানা, হিমাচল, কর্নাটকে জিতেছিল, তখন কোনও ভোট চুরি হয়নি, কিন্তু যেখানে বিজেপি জিতেছিল, সেখানে ভোট চুরি হয়েছিল। যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনুপ্রবেশকারীদের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তখন কংগ্রেস অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করার চেষ্টা করছে, তখন তারা একটি অচলাবস্থা তৈরি করে ওয়াকআউট করেছিল; এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, এসআইআরের বিরুদ্ধে এই সমাবেশ আসলে কংগ্রেসের অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করার একটি প্রচেষ্টা।'

কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা শাহনওয়াজ হুসেনও। রবিবার শাহনওয়াজ বলেন, 'কংগ্রেস দল নিজেদের কর্মকাণ্ডের কারণে হেরে যাচ্ছে এবং তারা এটা ভালো করেই জানে। তারা ইভিএম, এসআইআর এবং নির্বাচন কমিশনের উপর দোষ চাপাতে চায়।' শাহনওয়াজ আরও বলেন, 'কংগ্রেস নেতারা নিজেরাই প্রশ্ন তুলছেন এবং তাঁদের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। এই প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হওয়া রোধ করার জন্য, তাঁরা এই সমাবেশ করছেন। সমাবেশের জন্য ভিড় জমালেও কিছুই হবে না। কংগ্রেসের মনে রাখা উচিত, এই দিল্লির মানুষ তাদের শূন্যে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এবং বিহারের মানুষ তাদের মাত্র ছয়টি আসন দিয়েছে।'

# ত্রিদেশীয় সফরে আজ প্রধানমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর:** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার তিন দেশ সফর শুরু করবেন। সফরের প্রথম পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী জর্ডনে গিয়ে রাজা আবদুল্লা বিন আল হুসেনের সঙ্গে বৈঠকে দুই দেশের সম্পর্ক, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনা করবেন। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত সম্পর্কের এটি ৭৫তম বর্ষ। এরপর ১৬ তারিখ তিনি ইথিওপিয়া যাবেন। এটি হবে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সেদেশে প্রথম সফর। দক্ষিণী বিশ্বের অংশীদার হিসেবে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক শক্তিশালী করাই এর উদ্দেশ্য। সফরের শেষ পর্বে প্রধানমন্ত্রী ওমানে যাবেন। সফরকালে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, কৃষি, সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হবে। এটি প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় ওমান সফর।

## ভোটচুরি নিয়ে আবার সরব রাহুল, ব্যালটে ভোটের চ্যালেঞ্জ প্রিয়াঙ্কার

**নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর:** ভোটচুরি সংবিধানের ওপর সবচেয়ে বড় আক্রমণ, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে আয়োজিত সমাবেশে রাহুল বলেছেন, 'কিছুটা সময় লাগতে পারে, কিন্তু ভারতে সত্যের জয় হবেই। আমরা সত্যের পথ অনুসরণ করি এবং আমরা তাঁদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেব। প্রধানমন্ত্রী মোদীর আত্মবিশ্বাস নড়ে উঠেছে, কারণ তারা জানে যে তাদের ভোটচুরি ধরা পড়েছে। ভোটচুরি ভারতের সংবিধানের ওপর সবচেয়ে বড় আক্রমণ।'

রাহুল বলেন, 'আমরা অভিযোগ তুলেছিলাম যে, ভোটার তালিকায় একজন ব্রাজিলিয়ান মহিলার নাম কীভাবে থাকতে পারে? একটি বাড়িতে ৫০০-৬০০ ভোটার কীভাবে থাকতে পারে? হরিয়ানায় উত্তর প্রদেশের নেতারা কীভাবে ভোট দিতে পারেন? আমরা এ বিষয়ে কোনও উত্তর পাইনি। সংসদে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, যার হাত কাঁপছিল, তিনি এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। ওরা ততক্ষণ পর্যন্ত সাহসী, যতক্ষণ ওরা ক্ষমতায় থাকে।' রাহুল আরও বলেন, ওরা ভোট চুরি করে। নির্বাচনের সময় ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। ভারতের নির্বাচন কমিশন বিজেপির সঙ্গে যোগসাজশে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আইন পরিবর্তন করেছেন যাতে নির্বাচন কমিশনার যাই করুন না কেন, তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া না যায়।'

অন্য দিকে, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বলেন, সংসদে প্রশ্ন করলেই বিজেপি ভয় পেয়ে যায় বলে। তিনি বলেন, 'যখনই রাহুলজি বা খাড়গেজি কোনও প্রশ্ন করেন, বিজেপি ভয় পেয়ে যায়।' এর পরেই বিজেপি ইভিএমে ভোট চুরি করছে বলে দাবি করেন তিনি। চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, 'ব্যালটে ভোট করে দেখাক।'

রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে আয়োজিত সমাবেশে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'সংসদে খুব কমই একটি অথবা দু'টি আলোচনা হয়।

## আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকবাজের হামলা, নিহত দুই

**ওয়াশিংটন, ১৪ ডিসেম্বর:** আমেরিকায় ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকবাজের হামলা। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলাকালীন এলোপাথাড়ি গুলি চলার অভিযোগ। ঘটনায় কমপক্ষে দুই জন নিহত এবং আট জন গুরুতর জখম হয়েছেন বলে খবর। পলাতক বন্দুকবাজ। তার খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষা যখন প্রায় শেষের পথে, তখন শুরু হয় গোলাগুলি। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছিল, এক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে জানা যায়, অভিযুক্ত পলাতক। শনিবার সন্ধ্যায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, বিষয়টি তাঁকে জানানো হয়েছে। নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।

# ময়দান

# অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপেও ৯০ রানে পাক বধ ভারতের

**দুবাই, ১৪ ডিসেম্বর:** দুবাইয়ে রবিবার অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের 'এ' গ্রুপের ম্যাচে ভারত মুখোমুখি হয়েছিল পাকিস্তানের। এই ম্যাচে ভারতের কাছে পাত্তাই পেল না পাকিস্তান। পাকিস্তানকে ৯০ রানে হারাল ভারত। বৃষ্টির জন্য ৪৯ ওভারে নেমে আসা ম্যাচটিতে ২৪০ রানে অল আউট হয় ভারত। এই রান তাড়া করতে নেমে ১৫০ রানে অল আউট হয়ে যায় পাকিস্তান।এই ম্যাচেও বড়দের মতো টসের সময় করমর্দন করেননি দুই দলের অধিনায়ক আয়ুশ মাত্রে ও ফারহান ইউসাফ। টস জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়ে শুরুতেই পাকিস্তান ভারতের বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান বৈভব সূর্যবংশীকে ফিরিয়ে দেয়। আগ্রাসী শুরু করা আয়ুশও বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। তিনি ৩টি ছক্কা ও ৪টি চারে ২৫ বলে ৩৮ রান করেন। নিয়মিত উইকেট হারাতে থাকা ভারতের রান বাড়াতে সাহায্য করেন অ্যারন। তিনে নেমে তিনি এক ছক্কা ও ১২ চারে ৮৮ বলে ৮৫ রান করেন। অ্যারন ছাড়া ভারতের আর কেউ পঞ্চাশ ছুঁতে পারেননি। ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন কণিষ্ক চৌহান। পাকিস্তানের বোলারদের মধ্যে তিনটি করে উইকেট নেন মোহাম্মদ সাইয়াম ও আধুল সুবহান।রান তাড়া করতে নেমে পাকিস্তানের শুরুটা হয় খুবই খারাপ। ৩০ রানে ৪ উইকেট হারায় পাকিস্তান। সেখান থেকে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি তারা। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে অল আউট হয়ে যায় ১৫০ রানে। পাকিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন হুজাইফা আহসান। তিনি ছয়ে নেমে ২ ছক্কা ও ৯ চারে ৭০ রান করেন। দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১৬ রানে ৩ উইকেট নেন ভারতের ডানহাতি পেসার দীপেশ দেভেন্দ্রান। আর অফস্পিনার কণিষ্কও নেন ৩ উইকেট। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচ সেরার পুরস্কার পান তিনি। দুই ম্যাচ খেলে দু'টিতেই জিতল ভারত। গ্রুপ পর্বে ভারতের শেষ ম্যাচ আগামী মঙ্গলবার মালয়েশিয়ার সঙ্গে।

*ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সুনীল ছেত্রীর সঙ্গে লিওনেল মেসি।*

# সিএবির প্রথম ডিভিশনের লিগের প্রথম ম্যাচে জয় কুমোরটুলি ইনস্টিটিউটের

## ইউনিয়ন স্পোর্টিংকে ৭৮ রানে হারিয়ে জয় পেল তারা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সিএবির প্রথম ডিভিশনের লিগের প্রথম ম্যাচে জয় কুমোরটুলি ইনস্টিটিউটের ।ইউনিয়ন স্পোর্টিংকে ৭৮ রানে হারিয়ে জয় পেল তারা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৬৩.১ ওভারে ২৬১ রান তোলে কুমোরটুলি ইনস্টিটিউট। কুমোরটুলি হয়ে ৬৮ রান করেন বিরাজ মালো, ৪৯ রান করেন সন্দেশ দুগ্গার।পক্ষান্তরে ব্যাট করতে নেমে ৬৮.১ ওভারে ১৮৩ রানে অল আউট হয়ে যায়, ফলত ৭৮ রানে জয় পায় কুমোরটুলি।বল হাতে ৫৭ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন মহম্মদ সোয়েব খান। ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ হন তিনি অন্যদিকে অনির্বাণ গুপ্ত নেন তিন উইকেট।এই জয়ে খুশি কুমোরটুলি ক্লাবের সর্বময় কর্তা আমজাদ আলি।অন্যদিকে কুমোরটুলি ক্লাবের ক্রিকেট ইনচার্জ প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান ইউনাইটেড স্পোর্টিং খুব ভালো ক্লাব।তাদের সঙ্গে জিতে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল।এই জয়ে খুশি ক্লাবের কোচ দেবজ্যোতি চ্যাটার্জী ও অধিনায়ক পবন।

*সিএবির প্রথম ডিভিশনের লিগের প্রথম ম্যাচে জয় কুমোরটুলি ইনস্টিটিউটের। ইউনিয়ন স্পোর্টিংকে ৭৮ রানে হারিয়ে জয় পেল তারা।*

# ১১৭-তেই শেষ দক্ষিণ আফ্রিকা, তবু সমালোচিত ভারতের ফিল্ডিং

**ধরমশালা, ১৪ ডিসেম্বর:** দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে লজ্জাজনক পরাজয়ের পর তৃতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোই ছিল ভারতীয় দলের একমাত্র লক্ষ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে এগিয়ে যেতে ধরমশালায় জয়ের জন্য মরিয়া ছিলেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও সহ-অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া। সেই লক্ষ্যেই রবিবার মাঠে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ধরা দিল টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচের শুরুতেই টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন সূর্য। শিশির পড়ার সম্ভাবনা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক, যা শেষ পর্যন্ত যে একেবারেই নিখুঁত ছিল, তা প্রথম কয়েক ওভারেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

এই ম্যাচে ভারতীয় দলে দু'টি পরিবর্তন করা হয়। জসপ্রীত বুমরাহ ও অক্ষর প্যাটেলের জায়গায় একাদশে সুযোগ পান হর্ষিত রানা এবং কুলদীপ যাদব। গম্ভীরের আস্থাভাজন হর্ষিত নিজের অভিষেকের ম্যাচেই দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দেন। তবে শুরুটা করেন অর্শদীপ সিং। প্রথম ওভারেই প্রোটিয়া ওপেনার রিজা হেনড্রিক্সকে শূন্য রানে ফিরিয়ে দেন তিনি। দ্বিতীয় ওভারে বল হাতে নিয়ে বাজিমাত করেন হর্ষিত রানা। ওভারের দ্বিতীয় বলেই মাত্র ১ রানে কুইন্টন ডি ককে সাজঘরে ফেরান তিনি। পরের দিকে একই ওভারে আগ্রাসী ব্যাটার ডিউয়াল্ড ব্রেভিসকেও মাত্র ২ রানে আউট করেন হর্ষিত। তাঁর বলে প্লেড অন হয়ে ফিরে যান ব্রেভিস।

এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং কার্যত ধসে পড়ে। একে একে ফিরে যান ট্রিস্টান স্টাবস (৯), করবিন বশ (৯), মার্কো জানসেন (২) এবং দোনোভান (২০)। ভারতীয় বোলাররা এক মুহূর্তের জন্যও চাপ আলগা করেননি। মাঝের ওভারে উইকেট তুলে নেন বরুণ চক্রবর্তী, হার্দিক পাণ্ডিয়া এবং শিবম দুবে। স্পিন ও পেসের দাপটে প্রোটিয়া ব্যাটাররা সম্পূর্ণভাবে দিশেহারা হয়ে পড়ে। তবে শেষের দিকে একমাত্র লড়াই চালান দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক। দলের সম্মান বাঁচাতে দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন তিনি। ৪০ বলে ৪৬ রানের মূল্যবান ইনিংস খেলে তিনি আউট হন। তাঁর ইনিংসের সুবাদেই দক্ষিণ আফ্রিকা কোনওরকমে একটি সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ম্যাচে ভারতের বোলারদের দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো। তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে এই পারফরম্যান্সের মাধ্যমে স্পষ্ট বার্তা দিল টিম ইন্ডিয়া; সিরিজে লিড নিতে তারা কোনওভাবেই পিছিয়ে থাকতে রাজি নয়। তবে এদিনও তাদের ফিল্ডিংয়ের মান নিয়ে জোরালো প্রশ্ন উঠেছে।

# অযাচিত ভিআইপির উপস্থিতির জন্যই গ্যালারির দর্শক হতাশ হয়েছেন: ভাইচুং

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** লিওনেল মেসির ভারত সফর ঘিরে যে বিশৃঙ্খলা ও হতাশার ছবি সামনে এসেছে, তাতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; এমনটাই মনে করছেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক ভাইচুং ভুটিয়া। তাঁর মতে, বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলারকে সামনে পেয়েও মাঠে উপস্থিত প্রায় ৮০ হাজার দর্শক তাঁকে ঠিকভাবে দেখতে না পারা এককথায় দুর্ভাগ্যজনক।

ভাইচুং স্পষ্ট ভাষায় জানান, মেসির ভারতে আসা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক উদ্যোগ ছিল। কিন্তু দুর্বল পরিকল্পনা ও অদক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে গোটা আয়োজনটাই কার্যত ভেস্তে গিয়েছে। তাঁর কথায়, 'এমন একজন তারকার সফর থেকে যে ইতিবাচক বার্তা ছড়ানোর কথা ছিল, তা উলটে নেতিবাচক দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

প্রাক্তন অধিনায়কের অভিযোগ, মাঠে সাধারণ দর্শকদের বদলে কিছু অপ্রয়োজনীয় স্বঘোষিত ভিআইপি মেসিকে ঘিরে থাকায় প্রকৃত সমর্থকরা তাঁকে দেখতে পাননি। ভাইচুং বলেন, 'শুনেছি, কয়েকজন অযাচিত ভিআইপির উপস্থিতির জন্যই গ্যালারিতে বসা মানুষজন হতাশ হয়েছেন। বহু সমর্থক অনেক টাকা খরচ করে এসেছিলেন শুধুমাত্র মেসিকে এক ঝলক দেখার আশায়। তাঁদের সেই আশা ভেঙে যাওয়া মোটেই কাম্য নয়।'

তিনি আরও বলেন, এমন ঘটনা ভবিষ্যতে যেন আর না ঘটে, সেটাই প্রত্যাশা। কারণ এর ফলে দেশের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। ভাইচুংয়ের মতে, মেসিকে আনার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশে ফুটবল উন্মাদনা বাড়ানো এবং নতুন প্রজন্মকে খেলাটার সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত করা। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে ঠিক উলটো।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতের ফুটবল পরিকাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থার দুর্বলতাই আরও একবার প্রকাশ্যে এসেছে বলে মনে করেন তিনি। ভাইচুংয়ের সাফ বক্তব্য, বর্তমানে দেশের ফুটবলের ভবিষ্যৎ মোটেই উজ্জ্বল নয়। খেলাধুলোর মাধ্যমেই তরুণদের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করা যায়, অথচ মেসির মতো তারকাকে এনেও যদি এমন বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়, তবে পরিস্থিতি যে আরও খারাপের দিকেই যাচ্ছে; সে কথাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এই ঘটনা।

# কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তুত আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজনের জন্য? প্রশ্ন কল্যাণের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ কি আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজনের জন্য প্রস্তুত? এই প্রশ্ন উঠে এসেছে রবিবার সল্টলেক স্টেডিয়ামে লিওনেল মেসির ফুটবল ইভেন্টে বিশৃঙ্খলার পর। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) সভাপতি কল্যাণ চৌবে বলেন, 'মেসি এবং রোনাল্ডো বিশ্বের সেরা ফুটবলারদের মধ্যে একজন। আন্তর্জাতিক মিডিয়ার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাঁদের অনুসরণ করেন। মেসির মতো তারকার অনুষ্ঠান লক্ষ লক্ষ ভক্তের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। গতকালের ঘটনাটি কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক ছিল। এটি এড়ানো যেত। এটি দেখায় যে পশ্চিমবঙ্গের সরকার কতটা অপ্রস্তুত এবং ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতার অভাব।'

কল্যাণের মতে, এই পরিস্থিতি শুধু দর্শকদের আর্থিক ক্ষতির কারণ নয়, বরং ভারতের খেলার আন্তর্জাতিক ইমেজকেও প্রভাবিত করছে। তিনি আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী খেলাধুলোর মাধ্যমে দেশকে আন্তর্জাতিক মানে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। ঠিক তখনই এমন ঘটনা ভারতের খেলার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে ফেলে। বিশেষত ২০৩৬ সালের অলিম্পিকের দর-কষাকষি, ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস এবং বিশ্ব পুলিশ গেমসের প্রেক্ষাপটে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীরা পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

# আরোগ্য

# লাদাখের শীতল মরুভূমি ও ঔষধি গাছের সন্ধান

**ডাঃ শামসুল হক**

আমাদের এই বিশাল দেশ ভারতবর্ষ । নানান বৈচিত্রে ভরা তার জলবায়ু, হরেক রকমের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং তার ই মাঝে সবুজ বনস্পতির সমাহার অতি অজান্তেই আমাদের মনের মধ্যে সৃষ্টি করেছে নানান বৈচিত্রময় অনুভূতিরও। আর সেইসব অঞ্চলের কথা ভাবতে বসলে সবচেয়ে আগে মনে পড়ে বিখ্যাত সেই শীতল মরুভূমি , লাদাখের কথাও । দেশের বিভিন্ন প্রান্তের আবহাওয়ার সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য তো আছেই কিন্তু তারই মধ্যে সেই অংশের বায়ুর গতিবেগ সারাটা বছর ধরে এমনই এক বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে ,সেটা ভীষণ বিস্ময়কর ও বটে ।

সেই অঞ্চলের আবহাওয়াও বেশ শুষ্ক এবং অতি অবশ্যই রুক্ষও । তাপমাত্রাও অনেক কম । সেটাকে আবার বিজ্ঞানের বিশাল একটা অবদান ও বলা যেতে পারে। বছরের অধিকাংশ সময়ই সবুজ বনস্পতির সমাহার সেখানে তেমন একটা চোখে না পড়লেও বছরের নির্দিষ্ট একটা সময়ে বরফ লাইনের গা ঘেঁষে সেখানে দেখা যায় গুল্ম জাতীয় বিশেষ ধরণের যে সমস্ত উদ্ভিদের বাস্তবে সেইসব সম্পদের মূল্য ও কিন্তু কম নয়।

হাড় হিম করা সেই অঞ্চলের তাপমাত্রা প্রায় সময়ই থাকে হিমাঙ্কেরই নীচে । তাই সেখানে সহজেই মেলে না ব্যবহারযোগ্য জলেরও। সবটাই জমাট বাঁধা বরফের আকারে থাকে বলে যে কয়েকজন মানুষকে জীবন ও জীবিকার তাগিদে সেখানে পা ফেলতে হয় তাঁদেরও পড়তে হয় নানান সমস্যার ই মধ্যে। তবে এ কথা ঠিক যে, আমাদের দেশের এই হিমশীতল অংশকে শীতল মরুর অঞ্চল বলে ভূগোলবিদরা উল্লেখ করলেও তার নিজস্ব তাপমাত্রা কিন্তু কখনই বিপদসীমার বাইরে চলে যায় না বলেই সংখ্যায় কম হলেও মানুষের আনাগোনা সেখানে চলতেই থাকে। তবে সেটা চলে নিতান্তই প্রয়োজনের ই তাগিদে।

শীতকালে এই অঞ্চলের আবহাওয়া মোটামুটিভাবে বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে থাকে বলেই সেইসময় সেখানে মানুষজনের দেখা না মিললেও প্রাকৃতিক অবস্থার একটু উন্নতি হলেই সকলকে ছুটে যেতে হয় সেখানে। আর এই অংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, শীত শেষ হয়ে যাবার পর সূর্যরশ্মির তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আস্তে আস্তে গলতে শুরু করে বরফের আস্তরণও এবং সেই মুহূর্তেই বরফের মোড়া সেই চাদরের উপর ই আপনাআপনি ভাবেই জন্ম নিতে শুরু করে ধূসর রঙের ছোট ছোট অজস্র সব শৈবালেরও ।

নতুনভাবে গজিয়ে ওঠা সেইসব বনস্পতির সমাহারেই তখন বিভিন্ন ও বিচিত্র সাজে সেজে ওঠে সেই অঞ্চলের প্রকৃতিও। সেইসময় সেগুলো কেবলমাত্র দর্শনধারীই হয়ে ওঠে না, সেটাই তখন হয়ে ওঠে সেই অঞ্চলের অতিপ্রয়োজনীয় এবং অতি অবশ্যই মূল্যবান এক বস্তু সামগ্রীও ।

লাদাঘ অঞ্চলে হঠাৎ হঠাৎই গজিয়ে ওঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেইসব শৈবালগুচ্ছর মধ্যেই আবার চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন প্রচুর ঔষধি গুনাগুণও। ভেষজবিদরাও আবার সেইসব গাছগাছালি থেকে বেছে নিয়েছেন এমনই কিছু কিছু গাছগাছড়া যদের নির্যাস থেকেই প্রস্তুত করা যেত পারে হরেক রোগের প্রয়োজনীয় অনেক ঔষধপত্রই। দেশ বিদেশের অনেক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক সহ অন্যান্য সব চিকিৎসকরাও আবার এই নিয়ে ভীষণ আগ্রহ প্রকাশও করেছেন এবং সেইসব গাছগাছালির মধ্য থেকে বেছে বেছে পাঁচশোর ও বেশি এমনই সব গাছের সন্ধান পেয়েছেন যা থেকে প্রস্তুত করা যেতে পারে জীবনদায়ী অনেক ঔষধও।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন দুর্বার গতিতেই এগিয়ে চলেছে তার নিজস্ব মহিমারই বলে বলীয়ান হয়ে। আর লাদাখ অঞ্চল থেকে পাওয়া অতি দুর্লভ সেইসব ওষধি গাছের বিভিন্ন অংশ থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং তা থেকে হরেক ধরণের উপক্ষার সংগ্রহ করে চলছে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ এবং তারপর সেইসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েই তা থেকে প্রস্তুতও করা হচ্ছে ঔষধপত্রও । আশা করা যাচ্ছে আগামী দিনে এই শীতল মরুভূমির এইসমস্ত বনস্পতিরাই মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে আরও অনেক বড় ভূমিকা পালন করবেই করবে। তবে এই ব্যাপারে সরকারকেও একটু তৎপর হতে হবে। অন্ততঃ এইসব গাছগাছড়া সংগ্ হের জন্য ঝুঁকিবহুল যে সমস্ত স্মৃতিগুলো আছে সেগুলো যেন অনেকটাই এড়িয়ে চলা যায় নজর দিতে হবে সেইদিকেই ।

সেখানেই কিন্তু সব সমস্যার শেষ নয়। অনেক সময় আবার ঋতুর পরিবর্তন হলেই অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে সেইসব গাছগাছালি সংগ্রহের সময় স্থানীয় কিছু ধান্দাবাজ মানুষের কিছু কিছু কাজকর্ম সেই কাজে আবার নানান প্রতিবন্ধকতার ও সৃষ্টি করে থাকে। কারণ গরমের হাওয়া পড়লেই সেইসব মানুষজন জ্বালানীর জন্যই হোক অথবা হোক গৃহপালিত প্রাণীদের খাদ্য সংগ্রহের তাগিদে, সেইসব মহামূল্যবান গাছ তাঁরা উপড়ে ফেলেন একেবারে অবিবেচকেরই মতো। অত এব এই ব্যাপারে সকলেরই একটু হিসেবী হ ওয়া প্রয়োজন বৈকি।

লাদাখের এই শীতল মরু অঞ্চল ছাড়াও হিমালয়ের পাদদেশেও কোন কোন সময় দেখা মেলে এইসব ঔষধি গাছের। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা কখনই যথেষ্ট নয়। আবার গুণে এবং মানেও তা যে কোন অবস্থাতেই লাদাখের ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারে না, প্রমানিত সেটাও।

তাই কেবলমাত্র দেশের সমৃদ্ধির কথা ভেবেই ওই অঞ্চল থেকে সেইসব মহামূল্যবান বনস্পতির সংগ্রহের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় নজর দিতে হবে সেইদিকেই। মনে রাখা দরকার যে, আয়ুর্বেদের এই বিশাল অগ্ গতির যুগে লাদাখের এই প্রাকৃতিক সম্পদ ই আয়ুর্বেদ সাম্রাজ্যে এনে দিতে পারে এক মহাবিপ্লবেরই ইঙ্গিত। অত এব দেশের নিজস্ব সেই হিমশীতল অংশকে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ ই না ভেবে মানবসম্পদ হিসেবেও ভাবা উচিত। আর যদি সত্যি সত্যিই তা সম্ভব হয় তাহলে সকলের কাছেই সেটা যে খুবই মঙ্গলময় হয়ে উঠবে সে বিষয়েও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

## শীতে নজরে রাখুন শিশুদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শীতে শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়বে এমনটাই স্বাভাবিক। এই সময়ে শিশুরা কি ধরনের রোগে আক্রান্ত হয় এবং কীভাবে প্রতিকার পাওয়া যায় তা নিয়ে সবসময়েই চিন্তায় থাকেন বাবা-মায়েরা। কারণ নবজাতক থেকে শুরু করে শিশুরা ঠাণ্ডার তারতম্যে সবথেকে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই প্রসঙ্গে অবশ্য শিশু বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, মূলত এ সময় শিশুরা নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, ঠাণ্ডা, কাশি, সর্দি এবং অ্যাজমায় বেশি আক্রান্ত হয়। আর সঙ্গে সিজেনাল জ্বর তো রয়েছেই।

### এসব রোগের লক্ষণ

ঠাণ্ডা অনেক দিন স্থায়ী হওয়া, শ্বাস নিতে কষ্ট অনুভব, বুকের খাঁচা দেবে যাওয়া, দ্রুত শ্বাস নেওয়া।

### কারা বেশি আক্রান্ত হয়

সাধারণত আমাদের দেশের অপুষ্ট কম ওজনের শিশুরাই এ ধরনের রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। আর দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা সুষম খাদ্য এবং যত্নের অভাবে পুষ্টিহীনতায় ভোগে। তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কম থাকে।

### কীভাবে সতর্ক হতে হবে?

শিশু অসুস্থ হলে মায়ের বুকের দুধ দিতে হবে এবং নিয়মিত খাবার খাওয়াতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তার ঠাণ্ডা না লাগে। তাদের ধুলাবালি থেকেও দূরে রাখতে হবে। শিশু একটানা তিনদিনের বেশি অসুস্থ থাকলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

### চিকিৎসা

নিউমোনিয়া প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্ত করা গেলে ১৫ দিনের চিকিৎসায়ই শিশু ভালো হয়ে যায় বলেই ধারনা পেডিয়াট্রিসিয়ানদের। আর ভাইরাস জনিত জ্বরও ৩ থেকে ৫ দিনেই সেরে যায়। শিশুকে জন্মের পর থেকে সবগুলো ভ্যাকসিন সময় মতো দেওয়ার পরামর্শও দিচ্ছেন তাঁরা। ভ্যাকসিনের পাশাপাশি ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর বিষয়েও জোর দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা। একইসঙ্গে জোর দেওয়া হচ্ছে সবগুলো ভ্যাকসিন নিয়মিত নেওয়ার ক্ষেত্রেও। এতে শিশু বিভিন্ন মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা পায় এবং তার মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

একইসঙ্গে সাধারণ সর্দি, কাশিকে অবহেলা না করারও পরামর্শও দিচ্ছেন পেডিয়াট্রিসিয়ানরা। এছাড়াও এই শীতের মধ্যে আগুন জ্বেলে তাপ নেওয়ার সময় প্রতিবছর বহু দুর্ঘটনা ঘটে এবং এতে অনেক শিশু মারাত্মক আহত হয়, সবাইকে এবিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করছেন শিশু বিশেষজ্ঞরা।

## অতিরিক্ত ভিটামিন ডি-এ বেশি খেলে হতে পারে হাজারো সমস্যা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভিটামিন ডি শরীরের পক্ষে খুবই জরুরি। হাড়ের যত্নে, হরমনের ভারসাম্য রক্ষায় ভিটামিন ডি বেশ কার্যকর। দুধ, পনির, মাখন, তৈলাক্ত মাছ, মাশরুম, ডিমে ভিটামিন ডি থাকে। এ ছাড়াও ভিটামিন ডি-র ট্যাবলেট বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু যদি ভাবেন সুস্থ থাকতে বেশি করে ভিটামিন ডি খাবেন, তা হলে দেখা দেবে হাজারো সমস্যা।

### যার মধ্যে রয়েছে

হজমের সমস্যা অতিরিক্ত ভিটামিন ডি শরীরের হজমের সমস্যা তৈরি করতে পারে। খাবার হজম না হলে, শরীরের ইমিউনিটি সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বমির মাধ্যমে সবটা শরীরের বাইরে বেরিয়ে যায়।

### হাড়ের সমস্যা

হাড়ের যত্নে যেমন ভিটামিন ডি উপকারী, তেমনই হাড়ের সমস্যার কারণও হতে পারে ভিটামিন ডি। অতিরিক্ত ভিটামিন ডি হাড়ের ঘনত্ব কমায়। যার ফলে হাড় দুর্বল হয়ে যায়, এবং হাড় ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে বা অস্টিওপোরোসিস হতে পারে। হাইপারক্যালশেমিয়া অতিরিক্ত ভিটামিন ডি গ্রহণ করার আর একটি খারাপ ফল হতে পারে হাইপারক্যালশেমিা। যদিও এই রোগের সম্ভাবনা কম, তা-ও এটিও হতে পারে। এই রোগ হলে রক্তে ক্যালশিয়াম জমতে শুরু করে, যা পরবর্তী কালে হৃদরোগের কারণ হতে পারে এবং এর ফরে দেহে রক্ত সঞ্চালনও ব্যাহত হয়।

# মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও ‘জিম ডমিনিক ল্যারি উচ্চসম্মান’-এর দাবি

**শুভজিৎ বসাক**

প্রতি বছরের ন্যায় সম্প্রতি নার্সিং পরিসরের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল অ্যাওয়ার্ড প্রদানের নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে শ্রেষ্ঠ সেবিকাদের নামের তালিকা চাওয়া হয়েছে, যাঁরা পুরস্কৃত ও সম্মানিত হবেন। এ নিঃসন্দেহে আনন্দের বিষয়, তবে গভীর আক্ষেপের বিষয় হলো, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নার্সিং পরিসরের চেয়েও প্রাচীন, সমান যোগ্যতাধারী ও পরিশ্রমী মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের কথা ও তাঁদের সম্মাননার বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্রাত্য থেকে যাচ্ছে; অথচ যাঁদের উপর ভিত্তি করে আজকের আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। যেখানে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের দক্ষতা সর্বোপরি, সেখানে তাঁরাও যেন ‘ডমিনিক-জিন ল্যারি’ উচ্চসম্মানে ও একইসাথে পরিধি অনুযায়ী উচ্চপদে সম্মানিত হন;এই জোরালো দাবিটি কেন্দ্র ও রাজ্য স্বাস্থ্য প্রশাসনের কাছে উত্থাপন করা হলো।

প্রসঙ্গত, ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায় যে, ‘আধুনিক মেডিকেল টেকনোলজি বিভাগের জনক’ ডমিনিক-জিন ল্যারি ১৭৬৬ সালের ৮ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯২ সালে তিনি ফরাসি সামরিক চিকিৎসক হিসাবে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সেনাদলে প্রধান সার্জন পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন। তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত ধারণা থেকে জন্ম নেওয়া এই মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট বিভাগ। ল্যারি নির্দিষ্ট কিছু সেনাদের যথাযথ বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দিয়ে তাঁদের প্রশিক্ষিত করে তোলেন এবং তৎকালীন সময়ে প্যারামেডিক্যাল ( যা আজকের মেডিক্যাল টেকনোলজি বিভাগের সূত্রপাত ) ব্যবস্থা তৈরি করেন। আহত সেনাদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ অনুভব করে তিনি আধুনিক অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা ও অত্যাধুনিক ট্রাইজ সিস্টেম চালু করেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে মিত্র ও শত্রু উভয় পক্ষের আহত সেনাই দ্রুত চিকিৎসা লাভ করে এবং ল্যারি বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হন। তাঁর অবদানকে মান্যতা দিয়ে প্রতি বছর ৮ই জুলাই ‘বিশ্ব মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট দিবস’ উদযাপিত হয়ে আসছে। এই আধুনিক ট্রাইজ সিস্টেমের উন্নতি সাধনের মাধ্যমেই আজ অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্ট, রেডিও থেরাপি টেকনোলজিস্ট, ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট সহ সমগ্র মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট বিভাগ আওতাভুক্ত হয়েছে;যাঁদের মুখ্য কাজ হলো আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর চিকিৎসা পরিসরের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে রোগ নিরসনে চিকিৎসকদের যথাযথ সাহায্য করা।

বলাইবাহুল্য, বর্তমানে রাজ্যে শুধু স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সরকারি ও বেসরকারি প্রায় ২২টি কলেজে এবং হাসপাতালে গ্র্যাজুয়েশন পড়তে প্রতি বছর কয়েক হাজারের বেশি শিক্ষার্থী আশা নিয়ে ভর্তি হয়। একইসাথে স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টিতেও ডিপ্লোমা

পরিসরে আনুমানিক সমসংখ্যক শিক্ষার্থী প্রশিক্ষিত হতে ভর্তি হয়। সারা ভারতেও একই ভাবে এই পরিসরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী সময়ে তাঁদের নিয়োগও হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিসরে, যাঁদের দক্ষতায় আধুনিক প্রযুক্তিগত চিকিৎসা ব্যবস্থায় জোয়ার এসেছে। এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেই এই রাজ্যে ২০১৮ সালের আগে অবধি ১৯৬০ সালের ৬ই এপ্রিল কার্যকরী এক আইন মোতাবেক মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের ‘নন মেডিক্যাল টেকনিক্যাল পার্সোনাল’ (NMTP ) বিভাগীয় আওতাভুক্ত করা হতো। যা পরবর্তীকালে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্বাস্থ্য পরিসরে অবদান ও গুরুত্বকে মাথায় রেখে ২০১৮ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রশাসনে সম্পূর্ণ আলাদা বিভাগ হিসাবে নির্মিত হয় এবং উন্নতমানের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের লক্ষ্যে ‘টেকনিশিয়ান’ শব্দটি চিরতরে অবলুপ্ত করে প্রশিক্ষিত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট পদে উন্নীত করা হয়। সম্প্রতি ভারত সরকারও পশ্চিমবঙ্গকে অনুসরণ করে ১লা জুলাই, ২০২৫ তারিখে ঘোষণা করেছে যে আধুনিক ট্রাইজ সিস্টেমের ধারকদের আর প্যারামেডিক্যাল স্টাফ বা টেকনিশিয়ান হিসাবে নয়, বরং ‘অ্যালাইড অ্যান্ড হেলথকেয়ার’ কর্মী হিসাবে অভিহিত করতে হবে, যা আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিসরে ঐক্যবদ্ধ কাঠামোর অধীনে পেশাগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট পরিসরটি বৃহৎ;যাকে জানলেই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসা পরিষেবা সম্পর্কে বিশদে ধারণা পাওয়া সম্ভব। অতএব, তাঁদের যথাযথ পরিসরে সম্মানিত ও স্বীকৃতি না দিয়ে চলে আসা সময়টার বদলের প্রয়োজন। বর্তমানে তাঁরাও উচ্চমাধ্যমিক (10+2) উত্তীর্ণ হয়ে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে চার বছরের গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী, এবং কেউ কেউ আড়াই বছরের ডিপ্লোমা ডিগ্রী লাভ করছেন। সুতরাং, তাঁদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ( ডিপ্লোমা পাশ ) ভিত্তিতে 10 + 2+ 3 স্কেলে বেতন কাঠামো পরিবর্তন ন্যায্য। অথচ, এটি এখনো ১৯৬০ সালের পুরাতন আইন অনুযায়ী ক্লাস এইট পাশ এবং এক বছরের ডিপ্লোমা বেসিসে ( 8 + 1 স্কেলে ) চলে আসছে।

মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের যথার্থতা অনুভব করেই প্রয়োজন তাঁদের জন্য রাজ্য মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট কাউন্সিল যেখানে নিয়মানুসারে রাজ্য সরকারি হাসপাতালে কর্মরত প্রতিটি মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ক্যাডারের নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন টেকনোলজিস্টদের থাকা বাঞ্ছনীয় অথচ সরকারি হাসপাতালে প্রায় প্রতিটি বিভাগে রোগীর সান্নিধ্যে কাজ করে ১০-১২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন টেকনোলজিস্টদের অভাব নেই যাদের ভূমিকা এই পরিসরে ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

এই কাউন্সিলের অভাবে লাইসেন্সিং ও প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণে জটিলতা সহ একাধিক অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। অতএব রাজ্যে দ্রুত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট কাউন্সিল গঠিত হয়ে দীর্ঘকালীন এই জটিলতার হাত থেকে রেহাই দেওয়া হোক। একইসাথে, প্রতিটি পরিসরের দক্ষ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের জন্য ‘ডমিনিক-জিন ল্যারি’ উচ্চসম্মান প্রদান চালু করা হোক। এতেই আসবে উৎসাহের প্রফুল্লতা ও আধুনিকায়নের বার্তা।